জাতিসংঘ সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হামাস

সারে-জমিন

বাঁধ ভেঙে বিপর্যয়ের মুখে পয়লা ঘেরির বাসিন্দারা

রূপসী বাংলা

ইসরায়েল এবার অর্থ আটকে ফিলিস্তিনকে পঙ্গু করতে চায়

সম্পাদকীয়

টাকার লোভে ভাইকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা

সাধারণ

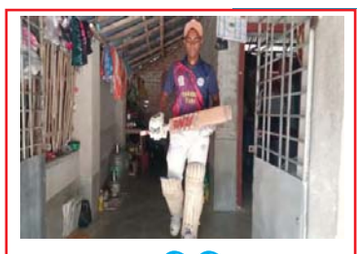

বাবা রাজমিস্ত্রি, ছেলে রোহিত টি-২০ লিগে বাংলার অধিনায়ক

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
১২ জুন, ২০২৪
২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১
৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 159 ■ Daily APONZONE ■ 12 June 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

‘যোগ্যশ্রী’ প্রকল্পে এবার সুযোগ সংখ্যালঘুসহ ওবিসি ও সাধারণদেরও

আপনজন ডেস্ক: এ রাজ্যের তফশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষায় এগিয়ে নিতে বিনামূল্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু রেখেছে রাজ্য সরকার। ‘যোগ্যশ্রী’ প্রকল্পে এতদিন শুধু তফশিলি জাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পেতেন। এবার সংখ্যালঘু ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্রছাত্রী সহ সাধারণ ক্যাটাগরির ছাত্রছাত্রীরাও এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। মঙ্গলবার এই সুখবর দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে সোশ্যাল মিডিয়া ‘এক্স’-এ মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, জানাতে গর্ব হচ্ছে যে, আমাদের “যোগ্যশ্রী” স্কিম যাতে আমরা রাজ্যের এসসি এসটি ছাত্র-ছাত্রীদের ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেল কোর্সে ভর্তির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি, তা আমাদের এসসি এসটি ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথে খুবই কাজে লাগছে। এই স্কিমে আমরা এবার সংখ্যালঘু, ওবিসি এবং জেনারেল ক্যাটেগরি ছাত্রছাত্রীকেও যুক্ত করব। মমতা আরও লিখেছেন, ‘শুধু ২০২৪ সালেই যোগ্যশ্রী প্রশিক্ষিতদের মধ্যে ২৩ জন (আইআইটির ১৩ জন নিয়ে) জেইই (অ্যাডভান্সড), ৭৫ জন জেইই (মেন), ৪৩২ জন রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স এবং ১১০ জন নিট-এ স্থানাধিকার করেছে। আগের বছরের তুলনায় এ বছর আরও ভাল হয়েছে রেজাল্ট।’ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের প্রস্তুতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, যোগ্যশ্রী র এই বিপুল সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এটাকে আমরা আরো বড় আকারে করছি। রাজ্যজুড়ে মোট ৫০টি সেন্টার খোলা হয়েছে যেখানে আমার দুহাজার এসসি এসটি ছেলেমেয়ে ট্রেনিং পাবে। এখন ক্লাস ১১ থেকেই প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু হবে। এতে ছেলেমেয়েরা আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারবে। মমতা তাদের সাফল্য কামনা করে বলেন, আমাদের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা আরও অনেক বেশি সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার-ডাক্তার হবে-এটাই আমি চাই। এবার যুক্ত হবে সংখ্যালঘু, ওবিসি এবং জেনারেল ক্যাটেগরির ছেলেমেয়েরাও। সবার জন্য রইল আমার অভিনন্দন।

মোদির মন্ত্রিসভায় ৭১ জনের মধ্যে ৭০ জনই ১০০ কোটির মালিক

আপনজন ডেস্ক: নির্বাচন গবেষক সংস্থা এডিআর জানিয়েছে, নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় ৭১ জন বা ৯৯ শতাংশ মন্ত্রীর মধ্যে ৭০ জন বা ৯৯ শতাংশই কোটিপতি, যাঁদের মধ্যে গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১০৭.৯৪ কোটি টাকা। অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর) জানিয়েছে, মন্ত্রীদের মধ্যে ছয়জন তাদের বিশেষ উচ্চ সম্পত্তির ঘোষণার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন, যার প্রত্যেকটির দাম ১০০ কোটি টাকার বেশি।

৫৭০৫.৪৭ কোটি টাকার মোট সম্পত্তির ঘোষণা নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা যোগাযোগ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ড. চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির ৫৫৯৮.৬৫ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির ১০৬.৮২ কোটি টাকা রয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম সিন্ধিয়া মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৪২৪.৭৫ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন। তাঁর পোর্টফোলিওতে অস্থাবর সম্পত্তির ৬২.৫৭ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির ৩৬২.১৭ কোটি টাকা রয়েছে। জনতা দল (সেকুলার)-এর ভারী শিল্পমন্ত্রী তথা ইস্পাতমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২১৭.২৩ কোটি টাকা। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির ১০২.২৪ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির ১১৫.০০ কোটি টাকা রয়েছে।

রেলমন্ত্রী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মোট ১৪৪.১২ কোটি টাকার সম্পত্তি ঘোষণা করেছেন, যার মধ্যে ১৪২.৪০ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং ১.৭২ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে। পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত), পরিকল্পনা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) রাও ইন্দ্রজিৎ সিংয়ের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১২১.৫৪ কোটি টাকা। তাঁর সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির ৩৯.৩১ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির ৮২.২৩ কোটি টাকা রয়েছে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তথা মহারাষ্ট্রের মুম্বই উত্তরের আরেক বিজেপি মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ১১০.৯৫ কোটি টাকার সম্পত্তির কথা ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তির ৮৯.৮৭ কোটি টাকা এবং স্থাবর সম্পত্তির ২১.০৯ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে প্রায় ৯৯ শতাংশই কোটিপতি।

বিশ্লেষণ করা ৭১ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৭০ জন কোটিপতি রেঞ্জে সম্পদের ঘোষণা দিয়েছেন, যা দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে সম্পদের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীকরণকে তুলে ধরে।

এই মন্ত্রীদের একটি বিশদ আর্থিক পর্যালোচনা দেওয়া রিপোর্টে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তাদের মধ্যে গড় সম্পত্তির পরিমাণ ১০৭.৯৪ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর ৭১ জন মন্ত্রীকে নিয়ে রবিবার শপথ নিয়েছেন।

ইউসিসি কেন্দ্রের আলোচ্য বিষয়: আইনমন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল মঙ্গলবার বলেছেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বাস্তবায়ন সরকারের এজেন্ডার অংশ। তাদের বিবেচ্য বিষয়। তিনি আরও বলেন, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত মেমোরেন্ডাম অব প্রসিডিউর (একগুচ্ছ নথি) চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত সমস্যার সমাধান মিলবে না। নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন অভিযোগও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। মঙ্গলবার মেঘওয়াল আইন ও বিচার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী মোদী সরকারেও তিনি একই পোর্টফোলিও ধারণ করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রকের গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদ সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যেখানেই শূন্যপদ রয়েছে, তা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বা আমাদের মন্ত্রক বা অধস্তন আদালত হোক, সরকার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করবে। একসঙ্গে ভোট নিয়ে তিনি বলেন, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বাধীন কমিটি তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে, আমরা পরে এ বিষয়ে জানাব। তিনি বলেন, আইন কমিশনও বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে।

বিজেপির মুসলিম বিদ্বেষের প্রতিফলন নয়া মন্ত্রিসভায়: তেজস্বী

আপনজন ডেস্ক: আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব মঙ্গলবার অভিযোগ করেছেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমতাসীন বিজেপির “ঘৃণার” ফলস্বরূপ মুসলমানরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোনও প্রতিনিধিত্ব পায়নি। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী আরও মনে করেন, আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত মণিপুরের সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেরি করেছেন, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী “নীরব” থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে আরও বেড়েছে। এটা স্পষ্টতই ঘৃণার ইঙ্গিত।

অন্যদিকে আমরা সমাজের সব অংশকে সঙ্গে নেওয়ায় বিশ্বাসী। জাম্বো আকারের ৭২ সদস্যের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একজন মুসলিমও জায়গা পায় না বলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন যাদব। মণিপুর নিয়ে ভাগবতের উদ্বেগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে আরজেডি নেতা বলেন, তিনি মুখ খুলতে অনেক দেরি করে ফেলেছেন। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর দিক থেকে প্রতিটি সঙ্কটের বিষয়ে কেবল নীরব থেকেছেন, সে রাজ্যের হিংসা হোক বা দিল্লির কৃষক ও মহিলা কুস্তিগীরদের প্রতিবাদ।

মণিপুরে ইম্ফল উপত্যকার মেইতেই এবং পাহাড়ি ভিত্তিক কুকিদের মধ্যে জাতিগত সংঘর্ষের ফলে ২০০ জনেরও বেশি লোক মারা গেছে এবং হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়েছে।

অখিলেশ যাদব বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন নতুন কেন্দ্রীয় সরকারে ‘নির্ণায়ক ভূমিকা’ থাকা সত্ত্বেও বিহার দফতর বণ্টনের ক্ষেত্রে কোনও স্কোয়ার চুক্তি পায়নি।

তা সত্ত্বেও, তিনি আশা করেছিলেন যে বিহারের জন্য বিশেষ মর্যাদার মতো দাবিগুলির পক্ষে “রাজ্যের আটজন মন্ত্রী তাদের আওয়াজ তুলবেন”, নবম তফসিলে বঞ্চিত বর্ণের জন্য কোটা বাড়িয়ে ৭৫ শতাংশ এবং দেশব্যাপী জাতিগত জনগণনার মতো দাবির পক্ষে সোচ্চার হবেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে সুপ্রিম কোর্ট অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা বেঁধে দেয়।

হার্ট ও ব্রেনের চিকিৎসা সহ সমস্ত রোগের সুচিকিৎসার ঠিকানা

ASHSHEEFA HOSPITAL

আশ শিফা হসপিটাল

সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্রান্তিক জেলায় স্বল্পমূল্যে ICCU এবং ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল

GNM
(3 Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

অ্যাঞ্জিওগ্রাম

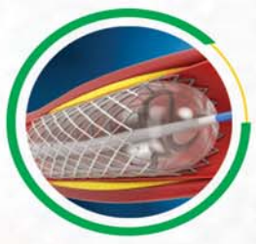

অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি

বেলুন সার্জারী

পেশমেকার

ডিরেক্টর
ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card

9123721642/9836001515

স্বাস্থ্যসাথী কার্ড গ্রহণযোগ্য

প্রথম নজর

জামাইষষ্ঠীতে মায়ানমারের ইলিশে ছেয়ে গিয়েছে বাজার

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: পঞ্জিকা মতে এবছর জামাইষষ্ঠী পড়েছে ১২ জুন। এদিকে ১৪ জুন পর্যন্ত নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কোনও ট্রলার ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারেনি। সেই কারণে এবছর জামাইষষ্ঠীতে পাওয়া যাবে না বাংলার টাটকা ইলিশ।

স্টোরেজের ইলিশের উপরেই নির্ভর করতে হবে আম বাঙালিকে। মাছের বাজার গুলিতেও পলিথিনে মোড়া স্টোরেজের ইলিশ চলে এসেছে। তবে রসনাপ্রিয় বাঙালি জন্যে বাজারে ইলিশ মাছ খেলেও তার দাম শুনে মাথায় হাত পড়ছে এখন তাদের । খুচরা বাজারের , “৪০০ গ্রাম ওজনের ইলিশের দাম ৮০০ টাকা, ৫০০ থেকে ৬০০ গ্রামের দাম ১ হাজার, ৭০০ থেকে ৮০০ গ্রামের দাম ১২০০ ও ৯০০ থেকে ১ কিলো ওজনের ইলিশের দাম ১৫০০ টাকা করে বাজারে বিক্রি হয়।”

এ বিষয়ে কাকদ্বীপের এক মৎস্যজীবী বলেন, গত দুই মাস অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি থাকে। তাই এই দুই মাস বাঙ্গালীদের পুকুরের মাছের ওপরেই ভরসা করতে হবে। এ বছরও জামাইষষ্ঠীতে টাটকা ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে না। তাই ভরসা করতে হবে স্টোরেজের ইলিশ মাছের উপরে।

তাই অনেকেই বলছে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হবে এ বছরের জামাইষষ্ঠীতে অনেক জামাইকে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী এখনও রাজ্যে

সেখ আবদুল আজিম ● চণ্ডীতলা

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের সমাপ্তি হলেও এখনো কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী রয়েছে এই রাজ্যে। হুগলি জেলা চন্ডীতলা থানা অন্তর্গত নবাবপুর ভগবতীপুর কুমির মোড়া এ ছাড়া অন্য এলাকাতে চন্ডীতলা থানার অফিসার সহ কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর রুট মার্চ অব্যাহত। কোন এক জায়গায় গাড়ি দেখে সেখান থেকে রুট মার্চ শুরু করে কেন্দ্র বাহিনী। গাড়ির ভিতরে আছেন সামরিক বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডারও।

বাঁধ ভেঙে বিপর্যয়ের মুখে গঙ্গাসাগরের পয়লা ঘেরির বাসিন্দারা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: এখন খাতায় কলমে বর্ষাকাল শুরু হলেও বৃষ্টি শুরু হয়নি বাংলায়।তীব্র তাপদহেভুগছে বাংলা।

তবে বর্ষা আসার আগেই নদীর জল বেড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হলো সুন্দরবনের গঙ্গাসাগরের পয়লা ঘেরিতে। জল স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাঁধের গোড়াতেও চলে এসেছে জল। এখন প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে দিয়ে চলছে শুখা মরশুম।বৃষ্টির দেখা নেই দক্ষিণবঙ্গে।

এরই মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে নদীর জল এতটা বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা।বৃষ্টি শুরু হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

এখানে নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় কয়েক শতাধিক মানুষের বসবাস। হঠাৎ করে এমন ঘটনা ঘটায় মঙ্গলবার সকলেই নদী বাঁধ পরিদর্শন করেছেন। কোথাও বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা তা বারবার দেখার চেষ্টা করছেন গ্রামবাসীরা। নদী বাঁধে যে সমস্ত ছোটখাটো ফাটল ছিলতা তাঁরা নিজেরাই সারানোর বন্দোবস্ত করেছেন। সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সাগর পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আব্দুল সামাদ আলি খান।তিনি মঙ্গলবার বলেন, শীঘ্রই এলাকায় কাজ করা হবে।

তবে পুরো পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। বর্ষার আগে কেন এমন হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও স্থানীয়দের দাবি, আগেও এমন পরিস্থিতি হয়েছিল এলাকায়। সেবার নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

কিন্তু কোনওবারই বাঁধ মেরামতের কাজ ঠিক করে হয়নি। এ বার দ্রুত পদক্ষেপ না গ্রহন করলে বর্ষার বৃষ্টি শুরু হলেই ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে বলে মনে করেন তাঁরা।

ঈদ উপলক্ষে শান্তি কমিটিকে নিয়ে বৈঠক পুলিশ প্রশাসনের

সজিবুল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদ জেলার মুর্শিদাবাদ থানার তত্ত্বাবধানে আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতি হল ঘরে শান্তি কমিটির একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিনের শান্তি কমিটির সভায় বিশেষ করে আলোচনা করা হয় যে কুরবানির যে সমস্ত অবশিষ্ট জিনিস থাকবে সেই গুলো নির্দিষ্ট একটি স্থানে গর্ত করে পুতে রাখার কথা বলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন লালবাগ মহকুমা শাসক শ্রী বনমালী রায়,ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের জেলা সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, লালবাগ এসডিপিও, বিডিও, মুর্শিদাবাদ থানার আইসি। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেব কে সংবর্ধনা ও ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়।এদিনের সভায় বার্তা দেওয়া হয় যে ঈদুল আযহা আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎসব, এই উৎসব যেন কোনভাবেই কারোর জন্য কষ্টদায়ক না হয়, তার জন্য সমাজের ইমাম মুয়াজ্জিন দের বিশেষ দায়িত্ব নিতে হবে।আব্দুর রাজ্জাক বলেন পরিবেশকে ভালো রাখার জন্য কোরবানি করার পরই অবশিষ্ট রক্ত, হাড় ইত্যাদি, নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঈদুল আযহা উদযাপিত করতে হবে।

মুর্শিদাবাদে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে সংঘর্ষ, বোমাবাজি, গ্রেফতার ৪

উম্মার সেখ ● সালার

আপনজন: ভোটের পরে আবারও উত্তপ্ত সালার। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানার অন্তর্গত উজুনিয়া গ্রামে তৃণমূলের প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে সোমবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মুর্শিদাবাদের সালার থানার উজুনিয়া গ্রাম। সংঘর্ষের পাশাপাশি হয় বোমাবাজি। যার মাঝে পড়ে গুরুতর আহত হন এক মহিলা। আহত মহিলা মহিমা বিবি কান্দি মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই সংঘর্ষ। তার ফলেই অন্তত ৩০-৪০ টি বোমা পড়ে এলাকায়। প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের পরেই ভরতপুর ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সুমন এবং প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আজহারউদ্দিন সিজারের অনুগামীদের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে উঠেছে। দু'পক্ষেরই অভিযোগ লোকসভা নির্বাচনের সময় বিরোধী গোষ্ঠী কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরীর হয়ে ভোট করিয়েছেন।

কিছুদিন আগে সিজারের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে সুমন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সোমবার সন্ধে নাগাদ ফের একবার কিছু দুষ্কৃতী সিজারের বাড়িতে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এরপর রাতের দিকে সিজারের অনুগামীরা পাল্টা বোমাবাজি করে। আহত মহিলার পুত্রবধূ জানান, 'আমরা কোনও রাজনৈতিক দল করি না। শাশুড়ি বাড়িতে বসেছিলেন। আচমকা কিছু দুষ্কৃতী বাড়িতে বোমাবাজি করে। শাশুড়ির দু'পায়ে বোমার আঘাত লেগেছে।'

ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন,'বর্তমান ব্লক সভাপতি সুমন ভরতপুর-২ ব্লকে রাজনৈতিক কাজকর্ম করতে বাধা দিচ্ছেন। সালার কলেজের সভাপতি হিসেবে একটি বৈঠকে যাতে যোগ দিতে না পারি সেজন্য কিছুদিন আগে তিনি প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সিজার এবং তাঁর অনুগামীদের সাহায্য নিয়ে সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করি। সেই আক্রোশ থেকে ব্লক সভাপতি সিজারের বাড়িতে হামলা চালানোর পর গ্রামে বোমাবাজি করেছে সুমনের অনুগামীরা।'

যদিও ব্লক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সুমন বলেন, "বিধায়কের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ওখানে যা হয়েছে তা সম্পূর্ণ একটি গ্রাম্য বিবাদ। যদিও সেই বিবাদে আমাদের দলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রাক্তন ব্লক সভাপতি জড়িত রয়েছেন।"

বোমাবাজির ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে দু'পক্ষের চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আর ভিন রাজ্যে নয়, মনসুরের দৌলতে গ্রামে সূচি শিল্পের কাজ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ছোট গ্রাম। কিন্তু সেই গ্রামের ভোল পালটে দেওয়ার চেষ্টা করছেন বয়স চল্লিশের যুবক। কাজের সন্ধানে ভিন রাজ্যে যাওয়া বেকার যুবকদের ফিরিয়ে এনে গ্রামে থেকেই রোজগারের পথ দেখাচ্ছেন তিনি। এক সময় নিজে মুম্বাইয়ে এমব্রয়ডরি কারখানায় কাজ করতেন। পরিবার ছেড়ে থাকার যন্ত্রণাটা যে কী,ভালোই বোঝেন তিনি। ৩০ বছর কাজ করার পর এবার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গড়ে তুললেন সেই এমব্রয়ডারি কারখানা। এই কারখানার দৌলতেই ঘরের ছেলেদের ঘরে ফেরাচ্ছেন মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার হোসেনপুর গ্রামের মনসুর শেখ। এক বিঘা জমির উপরে এমব্রয়ডারি কারখানা গড়ে তুলেছেন পার্শ্ববর্তী গিদরমারি গ্রামে। মনসুরের ঘরে ফেরার ডাক শুনে ইতিমধ্যে সাড়া দিয়েছেন অন্তত ৫০ জন যুবক। জীবিকার সন্ধানে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া যুবকরা ফিরে আসছেন ঘরে। কাজ করছেন মনসুরের কারখানায়। সেখানে মেয়েদের ট্রাডিশনাল পোশাকের উপরে এমব্রয়ডারি ডিজাইন তোলা হয়।

জাপান,কানাডা,নেদারল্যান্ড, তুর্কি ও আমেরিকার মতো দেশে এই এমব্রয়ডারি পোশাক যায়। হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে উঠবে এই কারখানা বলে আশাবাদী। বাংলার পাশাপাশি বিহারের মানুষও এখানে কাজ করার সুযোগ পাবেন। মঙ্গলবার ফিতা কেটে সেই কারখানার উদ্বোধন করেন মালদহ জেলা পরিষদের সদস্যা তথা হরিশ্চন্দ্রপুর ১(বি) ব্লকের সভানেত্রী মার্জিনা খাতুন। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন,গ্রামে কাজ নেই। তাই রোজগারও নেই। দিনমজুরি করে এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার টানা যায় না। অগত্যা আঠারোয় পা পড়তে না-পড়তেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দেয় গ্রামের তরুণরা। এটাই দস্তুর হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ও ২ ব্লকের গ্রামগুলিতে।

এই কারখানা হওয়ার ফলে এবার থেকে গ্রামেই কাজ করবে তারা। এলাকার যুবক চঞ্চল হক বলেন,আমরা বেশ কয়েকজন ১০ বছর ধরে কাজ করতাম মুম্বাইয়ে। সেখানেও এমব্রয়ডারির কাজে যুক্ত ছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে বাড়ির দেখাশোনা করতে পারতাম না। ফলে বাড়ির জন্য মন কেমন করত। যখন জানতে পারলাম,মনসুর ভাই কারখানা খুলেছে তখন আর দ্বিতীয়বার ভাবিনি। এক কথায় সব গুটিয়ে চলে এসেছি গ্রামে। এবং তাঁর কারখানায় করিগরের কাজ করছি। আরো এক কারিগর মহম্মদ রিজওয়ান বলেন,মুম্বাইয়ে আমাদের সামান্য বেশি রোজগার হত। এখানে মজুরি একটু কম। কিন্তু বাড়ির খেয়ে কাজ করতে পারছি। বাড়ি ভাড়া বা বাইরে থাকার বাড়তি খরচ হচ্ছে না। পরিবারকে সময় দিতে পারছি। কারখানার কর্ণধার মনসুর বলেন,একসময় আমিও কাজ করতাম মুম্বাইয়ে। সেখানে এমব্রয়ডারি ও ফ্যাশন ডিজাইনিংয়ের কাজ শিখে একটি কারখানায় কাজ করতাম। পরিবার পরিজনদের ছেড়ে ভিন রাজ্যে থাকার কী যন্ত্রণা,আমি টের পেয়েছি। তাই প্রথম থেকেই আমার মাথায় ছিল,কারখানা গড়লে শুধু মুনাফার জন্য করব না। গ্রামের ছেলেদের যাতে কর্মসংস্থান হয়,যাঁরা পেটের টানে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন,তাঁদেরকে যাতে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারি,সেই উদ্দেশ্যেই কারখানা গড়ব। আজ আমার স্বপ্ন অনেকটাই সফল। এখানে শুধু যুবকরাই নন,গ্রামের মহিলারাও কাজ করে রোজগার করতে পারবে।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে কেন্দ্র বাহিনীর রুটমার্চ

বাইজিদ মণ্ডল ● রায়দিঘি

আপনজন: লোকসভা ভোটের শেষে বারবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সন্দেশখালি, ভাঙড়, কুলতলির মতো একাধিক এলাকা। ভোটপরবর্তী সময়েও এখনো সেই একই চিত্র দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু এলাকায়। এর মধ্যে যেমন পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা রয়েছে । রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠে এসেছে একাধিক স্থান থেকেও। মারামারি,ভয় দেখানো, বোমাবাজি এমনকি হত্যার অভিযোগও রয়েছে তালিকায়। এই পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার মেয়াদ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৯শে জুন পর্যন্ত মোট ৪০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে জানা যায় বিভিন্ন জেলায়।এদিকে ভোট পরবর্তী হিংসা ও এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যেনো না ঘটে সেই কারণে আজ রায়দিঘি থানার আইসি দেবর্ষি সিনহার উদ্যোগে রায়দিঘির বিভিন্ন এলাকায় চলছে কেন্দ্র বাহিনীর রুটমার্চ।২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে যেখানে ৫৪০টি পুনর্নির্বাচন হয়েছিল, এবার সেখানে মাত্র ৩৯টি পুনর্নির্বাচন হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছে রাজ্যের বারাসাত এবং মথুরাপুরের দুটি বুথে।

আলোর সন্ধানের নজরুল জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: শনিবার বিকেল থেকে উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর ব্লকের বালকী - গোবিন্দপুর মুখার্জীমোড়ে অবস্থিত আলোর সন্ধানে পত্রিকার অফিস গৃহে পালিত হলো বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৫ তম জন্ম জয়ন্তী। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ সিরাজুল ইসলাম ঢালী, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক অর্দ্ধেন্দু মন্ডল । বিশেষ অতিথি কবি জাসমিন সুলতানা, কাকলি হালদার, নূপুর দাস ও অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়। সকলকে ব্যাজ ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবির্ধত করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন তুহিনা হক। কাজী নজরুলের আত্মজীবনী নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন কবি জাসমিন সুলতানা।

ছবি: সরবত আলি মণ্ডল

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বদলি দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: লোকসভা ভোট মিটতেই রাজ্য পুলিশে রদবদল। রাজ্যের পুলিশ বিভাগের একাধিক আইপিএস পদমর্যাদার অফিসার পদের রদবদল। সেই মতো দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালকে বদলি করা হল। জেলায় নতুন এসপি হচ্ছেন সন্দীপ কারা। তিনি এতদিন সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্টের পুলিশ সুপার ছিলেন। অন্যদিকে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তালকে পাঠানো হল ব্যারাকপুরে ডিসি ট্রাফিক পদে। উল্লেখ্য, চিন্ময় মিত্তাল ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন জেলা পুলিশ সুপার রাহুল দে এর জায়গায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মস্থলে যোগদান করেছিলেন। প্রায় এক বছরের কিছু সময় আগেই ফের তাঁকে বদলি করা হল।

বাজারে সিসি ক্যামেরা ভাঙা ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোডে বাজার এলাকায় লাগানো সিসি ক্যামেরা ভাঙার অভিযোগে চঞ্চল্য।

বড়সড় কোনও ক্রাইম করার ছক বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। বেলুড় গিরিশ রোড ও ঠাকুরনপুকুর এলাকায় রাতের অন্ধকারের একের পর এক সিসি ক্যামেরা ভাঙার অভিযোগ। এলাকায় একাধিক জুয়েলারী শপ থেকে শুরু করে রয়েছে বড় বড় দোকান। তাহলে কি ফের ডাকাতির ছক রয়েছে দুষ্কৃতীদের উঠছে প্রশ্ন। সম্প্রতি রানীগঞ্জে সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় আতঙ্কিত বেলুড় এলাকার ব্যবসায়ীরা। রানীগঞ্জে গোটা ডাকাতির ঘাটনা সিসিটিভি বন্দি হয়েছে।

সেই কারণেই কি এই ভাবে গোটা এলাকার প্রায় ১০ টি ক্যামেরা ভাঙা হলো তা নিয়ে আতঙ্কিত ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ।

এই ঘটনায় কপালে ভাঁজ বেলুড় থানার পুলিশেরও। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এতগুলো সিসি ক্যামেরা ভাঙলো ক্যামেরা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। আর এই ক্যামেরা ভাঙার ছবি বন্দি হয়েছে সিসিটিভিতে।

বৃক্ষরোপণের বার্তা মিষ্টি-তেও

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: সব উৎসবের সেরা মিষ্টি উৎসব! আর মিষ্টি উৎসব মানেই জামাই ষষ্ঠী।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ!আর তার মধ্যে অন্যতম হল এই জামাই ষষ্ঠী। আর জামাইষষ্ঠী মানেই হরেক রকম মিষ্টির সম্ভার।বিভিন্ন মিষ্টির পাশাপাশি দই-মিষ্টি ছাড়া-ও জামাই ষষ্ঠী ঠিক একটা জমে না! তাই জামাই আদরের রকমারি মিষ্টি এবং ক্ষীর-দই এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছ লাগানোর মতো চিত্রও ফুটে উঠল কুলগাছিয়ার জনপ্রিয় একটি মিষ্টির দোকানে। আর মিষ্টি নিতে ক্রেতাদের ঢল-ও নেমেছে। জনপ্রিয় মিষ্টির দোকানে। জ্যৈষ্ঠর শুক্লা ষষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত হয় জামাইষষ্ঠী! প্রতি বছরের মতো এবারও জামাইষষ্ঠীতে প্রায় ৫০ রকম মিষ্টির পসরা সাজিয়েছে কুলগাছিয়ার জনপ্রিয়ত ওই মিষ্টির দোকান।

শুধু জামাইষষ্ঠী নয়, বছরের ১২ মাস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিত্যনতুন মিষ্টির বানান তাঁরা। যা এবারও জামাইষষ্ঠীতে ক্রেতাদের মন ভরাচ্ছে।তবে এর সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে ক্ষীর দই এবং রসগোল্লা। জামাইষষ্ঠী উপলক্ষে মঙ্গলবার বিকেল থেকেই ক্রেতাদের উপস্থিতি মিষ্টির দোকানে। পুরুষ এবং মহিলা উভয়ে দাঁড়িয়ে লাইন দিয়ে মিষ্টি-দই কিনছেন। জামাইষষ্ঠীর অনুষ্ঠানে প্রধান উপকরণ ফলমূল এবং দই মিষ্টি। সেই দিক থেকে দই মিষ্টি কিনতে রীতিমতো হিড়িক মানুষের। বেশ কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলে, তবেই হাতে পছন্দের মিষ্টি মিলছে। তবুও ক্রেতারা পিছপা হননি।এক ক্রেতা জানিয়েছেন,পরিবারের সদস্যের পছন্দ এই দোকানের মিষ্টি। সেই সঙ্গে এখানের কিছু মিষ্টির ভ্যারাইটি নিজের পছন্দের। সে কারণেই এখানে আসা।কুলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ মিষ্টি প্রস্তুতকারক ও দোকানের কর্ণধার অলিভ খাঁ জানান, বিভিন্ন রকমারি মিষ্টির পাশাপাশি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়,পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য গাছ লাগানো খুবই জরুরি,তাই বৃক্ষরোপণের বার্তা দিয়ে আমরা স্পেশাল মিষ্টি প্রস্তুত করেছি,ক্রেতারাও মুখে হাঁসি নিয়ে কেনাকাটা করছেন।

বর্ধমানে বজ্রপাতে পাঁচজনের মৃত্যু

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: প্রচন্ড গরম দাবদহে যখন পূর্ব বর্ধমান ছটফট করছে সেই সময় হালকা বৃষ্টি নরম আবহাওয়া অনেকটা স্বস্তি দিয়েছে। এর সঙ্গে দুঃখজনক ঘটনা বজ্রপাতে মৃত্যু হল পাঁচ জনের। মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সোমবার সন্ধ্যায়। পূর্ব বর্ধমান জেলার নাদনঘাট ও মঙ্গলকোটের ঘটনা। সোমবার নাদনঘাট থানার সুটরা খেয়া ঘাট এলাকায় প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেলে গিয়েছিলেন বাড়ির অনতি দূরে নদীতে মাছের জাল ফেলতে যান ষষ্ঠী সিং। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা নাগাদ প্রচন্ড ঝড়ো হওয়ার সঙ্গে শুরু হয় প্রচন্ড বৃষ্টিপাত, বৃষ্টি চলাকালী আরো দুই সঙ্গীকে নিয়ে নদীর পাড়ে একটি ছোট্ট খড়ের চালা ঘরে আশ্রয় নেন, সেই সময় বিকট শব্দে বাজ পড়ে ওই চালা ঘরের উপরে। চালা ঘরের খড় দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, জানা যায় সঙ্গী দুজন সামান্য আহত হলেও ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ষষ্ঠী সিং। আহত এক সঙ্গী ষষ্ঠী সিংয়ের বাড়িতে খবর দিলে পরিবারের লোকেরা ছুটে আসেন ওই চালা ঘরে, সেখানেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিলেন ষষ্ঠী সিং নামে ওই মৎস্যজীবী রাত প্রায় পৌনে নটা নাগাদ নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্যদিকে বর্ধমানের মঙ্গলকোটে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা সহ ৪ জনের। আহত হয়েছেন একজন স্কুল ছাত্রী। মৃতদের নাম বিজয় ঘোষ (৫৫), অজিত ঘোষ (৫৯), জিল্লাল মোল্লা (৬২) ও রুবিনা বিবি (৩৭)। তারমধ্যে কানাইডাঙ্গার বাসিন্দা বিজয় ঘোষ ও অজিত ঘোষ সম্পর্কে দুই ভাই। আর ঠেঙাপাড়ার বাসিন্দা জিল্লাল মোল্লা এবং বীরভূমের নানুরের বাসিন্দা রুবিনা বিবি। রুবিনাদেবী আত্মীয়ের বাড়ি থেকে বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় মঙ্গলকোটের সাঁকোনার কাছে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়। আর মাঠে গরু চড়ানোর সময় বজ্রপাতে মৃত্যু হয় বিজয় ঘোষ, অজিত ঘোষ ও জিল্লাল মোল্লার। অন্যদিকে গ্রামে টিউশন পড়ার সময় ন'পাড়ার বাসিন্দা দশম শ্রেনীর ছাত্রী হাসনাহারা খাতুন বজ্রপাতে গুরুতর জখম হন। তাকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে এসে মঙ্গলকোট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তৃণমূল ভবনে মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠন কর্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে তৃণমূলের জয়ের জন্য রাজ্যেল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান তৃণমূলের রাঘ্য নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি একেএম ফারহাদের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল তৃণমূল ভবনে তার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাদ্রাসার টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সদস্য এবং হাতিয়াড়া গার্লস হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষিকা শম্পা পাত্র, উত্তর দিনাজপুর মাদ্রাসা শিক্ষক সংগঠনের অন্যতম নেতৃত্ব আব্দুস সাকির, রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব চম্পক নাগ, নূরুল হক,নুরুল হক,শওকত হোসেন পিয়াদা,জার্জিস হোসেন,নামদার শেখ,মাওলানা আশরাফ আলী, নুরুল আমিন, রুহুল আমিন প্রমুখ।

প্রথম নজর

হজে গিয়ে দাদা, বাবা ও ছেলের একইভাবে মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে চলতি বছর হজ করতে এসে একজন মিশরীয় নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তবে এই মৃত্যুর পর জানা যায়, তার বাবা এবং দাদা দু'জনই তিন দশক এবং পাঁচ দশক আগে তাদের নিজ নিজ হজযাত্রার সময় মক্কায় মারা যান। সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, পরিবারটি মিশরের বেহেরা গভর্নরেট অঞ্চলে বসবাস করে। শোকাহত হওয়ার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যরা তিন প্রজন্মের তিন পুরুষের এমন মর্যাদাকর মৃত্যুতে একধরনের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুভব করছেন। মোহাম্মদ সেলিম কাসেম বেহেরা এলাকায় অবসরপ্রাপ্ত পোস্ট ম্যানেজার ছিলেন। শনিবার (১ জুন) তার পরিবারকে মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করে সৌদি কর্তৃপক্ষ। কাসেমের মৃত্যুর খবরটি ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে মিশরীয় শহরটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। কাসেমের চাচাতো ভাই ড. জামাল আমিন কাসেম হৃদয়বিদারক এই সত্যটি প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন, কাসেমের মৃত্যুর সঙ্গে তার বাবার মৃত্যুর ধরনের সুস্পষ্ট মিল রয়েছে। আমার চাচা (কাসেমের বাবা) ৩০ বছর আগে হজ যাত্রা করার সময় মক্কায় মারা যান। তিনি আরো বলেন, কাসেম তথা আমাদের দাদাও প্রায় ৫০ বছর আগে একইভাবে মক্কায় মারা যান। ড. জামাল কাসেম আরো বলেন, 'আমার প্রিয় চাচাতো ভাই মোহাম্মদ সেলিম কাসেম, রশিদ ও এডকু পোস্ট গ্রুপের প্রধান হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি পবিত্র ভূমিতে ইন্তেকাল করেছেন, যেখানে তিনি সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাত উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। এই পবিত্র নগরীতেই তার বাবা (আমার চাচা সাদ সেলিম কাসিম) এবং আমাদের দাদা একই স্থানে এবং একইভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।' এলাকাবাসীর অনেকে জানিয়েছেন, এই মর্যাদাকর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিন প্রজন্মের তিন পুরুষ যেনো মহান সৃষ্টিকর্তার ইশারায় পবিত্র নগরীতে মিলিত হয়েছেন।

আরো ১ হাজার ফিলিস্তিনিকে হজের আমন্ত্রণ সৌদি বাদশার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত ও আহতদের পরিবারের আরো ১ হাজার হজযাত্রীকে আতিথেয়তা দেয়ার জন্য একটি রাজকীয় ডিক্রি জারি করেছেন সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ।

সংবাদমাধ্যমের তথ্যানুসারে, গেল মে মাসেও ১ হাজার ফিলিস্তিনিকে বিনা খরচে হজ পালনের সুযোগ দেয়ার কথা জানায় সৌদি আরব। সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজ জানিয়েছে, নতুন ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাদশাহ সালমানের হজ অতিথি কর্মসূচির আওতায় ফিলিস্তিন থেকে মোট হোস্ট করা হজযাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ হাজারে।

সৌদির ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী ড. আব্দুল লতিফ বিন আব্দুল আজিজ আল শেখ বলেছেন, গাজার জনগণ যে কষ্টের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা কিছুটা দূর করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, সৌদি নেতৃত্বের এই মানবিক উদ্যোগ গাজায় যারা শহীদ ও আহত হয়েছেন, তাদের পরিবারের সদস্যদের হজ করার সুযোগ দেবে। এই উদ্যোগ ফিলিস্তিনের ভাইদের জন্য সৌদির ক্রমাগত সমর্থনেরই অংশ।

বাদশাহ সালমানের রাজকীয় নির্দেশে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকার শহীদদের পরিবার থেকে হজযাত্রীদের সৌদি আরবে আনার জন্য 'হোস্টিং ইনিশিয়েটিভ ফর পিলগ্রিমস ফ্রম দ্য ফ্যামিলিস অব মার্টায়ার্স অ্যান্ড দ্য ওউন্ডেড ফ্রম দ্য গাজা স্ট্রিপ' উদ্যোগ নিয়েছে সৌদি আরব।

এদিকে, আগামী সপ্তাহে শুরু হতে যাওয়া হজের আগে সৌদি নিরাপত্তা বাহিনী মক্কা নগরী থেকে কয়েক লাখ অনিবন্ধিত হজযাত্রীকে বের করে দিয়েছে।

সৌদি প্রেস এজেন্সির (এসপিএ) বরাতে রোববার (৯ জুন) সংবাদমাধ্যম আল-আরাবিয়া জানিয়েছে, মক্কা নগরী থেকে যাদের বের করে দেয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৯৯৮ জনই বিদেশি।

হজে গিয়ে সন্তান প্রসব, শিশুর নাম রাখা হল মুহাম্মদ

আপনজন ডেস্ক: পবিত্র মক্কায় হজ পালনের জন্য সারা বিশ্ব থেকে প্রতি বছর জড়ো হন লাখো মুসল্লি। হজকে সামনে রেখে এরই মধ্যে মক্কায় পৌঁছেছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের লাখ লাখ মুসলিম। সেখানে ছেলে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক নারী।

পবিত্র নগরী মক্কায় জন্ম নেয়া এই শিশুর নাম মহানবী (সা.) এর সঙ্গে মিল রেখে রাখা হয়েছে মোহাম্মদ। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাত দিয়ে আরব নিউজ এ খবর জানিয়েছে। মক্কা ম্যাটারনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হাসপাতালে ঐ শিশুর জন্ম হয়েছে।

খবরে বলা হয়, ঐ নারী ৩১ সপ্তাহের গর্ভবতী ছিলেন। তার প্রসব বেদনা উঠলে তাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। তার শারীরিক অবস্থা দেখে তাকে প্রসূতি ওয়ার্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। পরে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই তিনি ছেলের জন্ম দেন। ৩০ বছর বয়সী ঐ মা এখন সুস্থ আছেন।

তবে শিশু মোহাম্মাদের জন্ম কিছুটা আগে হওয়ায় তাকে বিশেষ সেবা দেওয়া হচ্ছে।

হজ মৌসুমে হজযাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে মক্কা ম্যাটিরনিটি অ্যান্ড চাইল্ড হাসপাতাল পূর্ণ সক্ষমতায় কাজ করে। তাদের সেবার মধ্যে রয়েছে জরুরি চিকিৎসা, প্রসবকালীন সহায়তা এবং নারী ও শিশুদের চিকিৎসা সেবা।

যে চমক দেখিয়ে বিশ্বসেরা স্বীকৃতি অর্জন করল আফগানিস্তান

আপনজন ডেস্ক: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আফগান জাফরান নবমবারের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ মানের জাফরান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বেলজিয়ামভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট ইনস্টিটিউট এই স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাফরান উৎপাদনকারী দেশ আফগানিস্তান চলতি বছরে প্রায় ৫০ টন জাফরান সংগ্রহ করবে বলে আশা করছে।

এবারই প্রথম নয়, এ নিয়ে টানা ৯ বার বিশ্বের সবচেয়ে ভালো মানের জাফরান উৎপাদন করল দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ আয়তনের দেশটি। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় আবারো বিশ্বকে চমক দেখাল আফগানিস্তান। নবমবারের মতো বিশ্বের সবচেয়ে ভালো জাফরান উৎপাদকের স্বীকৃতি পেয়েছে দেশটি। বেলজিয়ামভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল টেস্ট ইনস্টিটিউট এই স্বীকৃতি দিয়েছে।

আফগান সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজের তথ্যানুযায়ী, এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মসলা হলো জাফরান। যার এক কেজির মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ৫ লাখ টাকারও বেশি। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জাফরান উৎপাদনকারী দেশ আফগানিস্তান চলতি বছরে প্রায় ৫০ টন জাফরান সংগ্রহ করবে বলে আশা করছে।

গত বছর ভারত, সৌদি আরব এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশে পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন ডলার মূল্যের প্রায় ৩০ টন জাফরান রফতানি করেছে আফগানিস্তান। বর্তমানে দেশীয় বাজারে প্রতি কেজি জাফরানের দাম ১ লাখ ২০ হাজার আফগানি। আফগানিস্তানের কৃষি, সেচ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী আজম ওসমানী বলেন, বিশ্বে আফগান পণ্যের নিজস্ব একটি মান রয়েছে। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় নবমবারের মতো প্রথম স্থান অর্জন করেছে আমাদের জাফরান।

৯ম দফা বিশ্বসেরার স্বীকৃতি পেল আফগানিস্তানের জাফরান

৯ম দফা বিশ্বসেরার স্বীকৃতি পেল আফগানিস্তানের জাফরান

দেশের ২৬টি প্রদেশে জাফরান চাষ করা হয়, তবে দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ জাফরান চাষ হয় হেরাত প্রদেশে। হেরাতভিত্তিক একটি রফতানি সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় আফগানিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকে। ওই সংস্থার প্রধান নির্বাহী নজিবুল্লাহ রহমতি বলেন, আমরা কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি। কীভাবে এটি সঠিকভাবে শুকানো যায়, প্রক্রিয়াজাত করা যায়, তা নিয়ে কাজ করছি এবং এখন আমরা এর ফল দেখতে পাচ্ছি।

আফগান জাফরান অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান মোহাম্মদ ইব্রাহিম আদেল বলেছেন, গত আট মাসে ভারত, স্পেন এবং সৌদি আরবের মতো দেশে প্রায় ৩০ হাজার কিলো জাফরান রফতানি করা হয়েছে।

আফগানিস্তানের কৃষি, সেচ ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুনভাবে দেশের কৃষিখাত ঢেলে সাজাচ্ছে তারা। প্রথমেই আফিম চাষ বন্ধ করা হয়েছে। এখন জাফরানের মতো মহাউপকারী মসলা চাষে কৃষকদের উৎসাহী করা হচ্ছে।

এবার আরেক মুসলিম দেশে কোকাকোলা বয়কটের ডাক

আপনজন ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের জোয়ার বইছে। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে পবিত্র ঈদুল আজহার আগে কোকাকোলা ও পেপসির কোমল পানীয় বয়কটের আন্দোলন জোরদার হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশ মরক্কো। ঈদকে সামনে রেখে ইসরায়েলি পণ্য বয়কটের আন্দোলন আরও গতিশীল করার চেষ্টা করছেন দেশটির অ্যাক্টিভিস্টরা।

মরক্কো ওয়ার্ল্ড নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আর কয়েক দিন পরই পবিত্র ঈদুল আজহা। তাই গাজায় চলমান যুদ্ধের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি তাদের কথিত সমর্থনের কথা উল্লেখ করে কোকাকোলা ও পেপসি বয়কটের ডাক উঠছে।

সামাজিক মাধ্যমে এই বয়কটের ডাক আবারও জোরালো হতে শুরু করেছে। সাধারণত ছুটি এলে মরক্কোয় কোমল পানীয়ের চাহিদা বেড়ে যায়। তবে অ্যাক্টিভিস্টরা দেশের মানুষদের এই দুই কোমল পানীয় খাওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে আসছেন।

সামাজিক মাধ্যমে বয়কট কোকাকোলা হ্যাশট্যাগ এখন ট্রেন্ডিংয়ে পরিণত হয়েছে। এসব পোস্টে অ্যাক্টিভিস্টরা বলছেন, কোকাকোলা কেনার মানে হলো গ্রাহকরা 'তাদের ফিলিস্তিনি ভাইদের রক্ত পান করছেন।'

জাতিসংঘ সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে রাজি হামাস

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধবিরতির যে প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে, তাতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দেওয়া সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছে গাজা শাসনকারী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠীটি।

হামাসের পাশাপাশি তাদের ফিলিস্তিনি মিত্র গোষ্ঠী ইসলামিক জিহাদ ও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

এক বিবৃতিতে হামাস জানিয়েছে, প্রস্তাবিত গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নে তারা মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত রয়েছে।

হামাসের এই অবস্থানকে আশার আলো হিসেবে দেখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন।

তেল আবিবে ইসরায়েলি নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ব্লিঙ্কেন বলেছেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর গাজা নিয়ে কি পরিকল্পনা করা হবে সে বিষয়ে আলোচনা চলবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের একটি যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাস হয়েছে। এর এক দিন পরেই আট মাসের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েল সফরে যান ব্লিঙ্কেন। কারণ ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় এরই মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা।

যদিও এর আগে মার্কিন যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে নেতানিয়াহুসহ ইসরায়েলি নেতারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। নেতানিয়াহু বলেছেন, যে কোনো চুক্তিতেই হামাসকে উৎখাতের অনুমোদন দিতে হবে।

এদিকে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর তাণ্ডবে প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ ফিলিস্তিনিরা। দফায় দফায় হামলা চালিয়ে তাদের নিরাপদ আশ্রয় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অবরুদ্ধ এই উপত্যকার এমন কোনো স্থান বাকি নেই যেখানে ইসরায়েলি বাহিনী হামলা চালায়নি। এরই মধ্যে সেখানে ৩৭ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

থাইল্যান্ডে আগুনে পুড়ে মরলো প্রায় ১০০০ পশু-পাখি

আপনজন ডেস্ক: থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের চাতুচাক বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ১ হাজার পশু-পাখির মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১১ জুন) স্থানীয় সময় ভোর ৪টা ১০ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ব্যাংককের বিখ্যাত চাতুচাক বাজারের সরু গলিতে হাজার হাজার দোকান রয়েছে। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ বাজার এবং থাইল্যান্ডের সপ্তাহিক বাজারগুলোর মধ্যে বৃহত্তম ও সর্বাধিক পরিচিত। চাতুচাক বাজারে ২৭টি সেকশন বা বিভাগ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি বিতর্কিত পোষা প্রাণী বিক্রির এই বিভাগটি। এ ছাড়া প্রাণীদের খারাপভাবে রাখার জন্য বেশ সমালোচিত। প্রতি শনিবার এবং রবিবার প্রায় ২ লাখ পর্যটক এখানে আসে। তবে পোষা প্রাণী বিক্রির বাজারের অংশটি সপ্তাহজুড়েই খোলা থাকে।

জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার প্রায় ৩০ মিনিট পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে প্রায় এক হাজার পশু-পাখি পুড়ে মারা যায়। তবে এ ঘটনায় কোনো মানুষ হতাহতের বা আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। কিছু দোকানের মালিক বাজারে থাকতেন। তবে আগুন লাগার সময় সেখানে ঠিক কতজন ছিলেন তা স্পষ্ট নয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, প্রায় এক হাজার ৪০০ বর্গমিটারজুড়ে (১৫ হাজার বর্গফুট) থাকা পোষা প্রাণীর ১১৮টি দোকানের বেশির ভাগই আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পালানোর জন্য সংকীর্ণ জায়গা উল্লেখ করে এক দোকান মালিক মিচা জানিয়েছেন, তার দোকানের ওপরে মাচায় পশুদের কান্না শুনে তিনি জেগে উঠেছিলেন। তিনি বলেন, হঠাৎ ঘন ধোঁয়া ও বাতাসে ভরে গেল চারদিক, শ্বাস নেয়া অসম্ভব ছিল। স্থানীয় টেলিভিশনের একটি ফুটেজে দেখা গেছে, দোকানদাররা আগুনে পোড়া মৃত সাপ জড়ো করছে এবং তাদের দোকানের বাইরে বাক্সে রাখছে। আগুনে পাখি, কুকুর, বিড়াল,ইঁদুর এবং সাপসহ আরো কিছু প্রাণী খাঁচার মধ্যেই পুড়ে মারা গেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিমান দুর্ঘটনায় মালাউইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্টসহ নিহত ১০

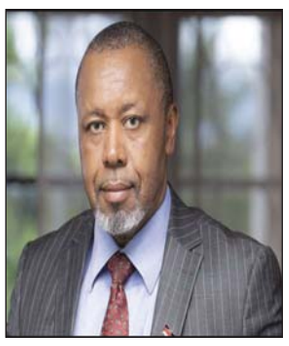

আপনজন ডেস্ক: মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাউইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাওলোস চিলিমা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বিমানটিতে থাকা আরো ৯ জন। মঙ্গলবার (১১ জুন) দেশটির সরকার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম টাইমস নাও। এর আগে চিলিমাকে বহনকারী বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার খবর পাওয়া যায়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ও মন্ত্রিসভা থেকে সাধারণ জনগণকে জানাতে চাই, সোমবার (১০ জুন) নিখোঁজ হওয়া মালাউই ডিফেন্স ফোর্সের বিমানটির উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছে। বিমানটিতে থাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট সাওলোস ক্লাউস চিলিমাসহ ১০ জনকে আজ সকালে চিকানগাওয়ায় পাওয়া গেছে।'

এতে আরো বলা হয়, 'দুর্ভাগ্যবশত বিমানটিতে থাকা সবাই নিহত হয়েছেন। বিমানটি রাডারের বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালাউইয়ের প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ সার্ভিস, বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে।'

প্রতিবেদন মতে, বিমান দুর্ঘটনার খবর দেশটির প্রেসিডেন্ট ড. লাজারাস ম্যাককার্থি চাকভেরাকে জানানো হয়েছে। তিনি দুর্ঘটনায় নিহত ভাইস প্রেসিডেন্টের পরিবারসহ অন্যান্যদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তার সহযোগীদের মৃত্যুতে দেশজুড়ে শোক ঘোষণা করা হয়েছে। আজ (মঙ্গলবার) থেকে শেষকৃত্যের দিন পর্যন্ত পতাকা অর্ধনিমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ম্যাককার্থি।

উল্লেখ্য, সোমবার ভাইস প্রেসিডেন্ট সাওলোস চিলিমাকে বহনকারী বিমানটি রাজধানী লিলংওয়ে থেকে মুজুজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোর আগেই বিমানটি হঠাৎ রাডারের বাইরে চলে গেলে, বিমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় বিমানটিতে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছাড়া আরো ৯ জন আরোহী ছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.১৮মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.২৬ মি.

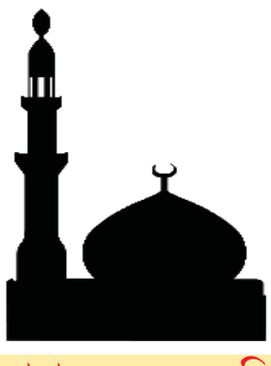

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.১৮	৪.৫১
যোহর	১১.৪১	
আসর	৪.১৫	
মাগরিব	৬.২৬	
এশা	৭.৪৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

সোমালিয়ায় ভয়াবহ সংঘর্ষ, নিহত ৫৫

আপনজন ডেস্ক: সোমালিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় এক এলাকায় ভূমি ও পানির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সংঘর্ষে অন্তত ৫৫ জন নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরো ১৫৫ জন। দেশটির গালমুদুগ অঞ্চলের প্রবীণ বাসিন্দা ফারাহ নুর বলেন, আধাসামরিক বাহিনীর পাশাপাশি দির ও মারিহান গোষ্ঠীর সদস্যরা গালমুদুগ অঞ্চল থেকে আল-শাবাবকে বিতাড়িত করতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছিলেন।

৪০ জন হাফেজের বিয়ের মাধ্যমে নতুন মসজিদের উদ্বোধন

আপনজন ডেস্ক: নতুন মসজিদ উদ্বোধন মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। এ উপলক্ষে তারা নানা আয়োজন করে থাকেন, তবে এবারের আয়োজনটি একেবারেই ব্যতিক্রম; সিরিয়ায় একটি মসজিদ উদ্বোধন হয়েছে ৪০ জন হাফেজে কোরআনের বিয়ের মাধ্যমে। মঙ্গলবার আলজাজিরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। একটি ভিডিও প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, দেশটির এজাজ শহরে অভিনব এই ঘটনাটি ঘটেছে। এজাজ নগরীতে গড়ে উঠা নান্দনিক ওই মসজিদের নাম জামে সাইয়্যিদুনা ইউসুফ আলাইহিস সালাম। ওই মসজিদটির উদ্বোধন উপলক্ষেই মানবাধিকার সংস্থা 'ইকরা' অভিনব ও চমৎকার এ আয়োজনটি করে।

আয়মান হাজ মুস্তফা ওই ৪০ জন হাফেজের একজন। তিনি নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, বিয়ে আল্লাহর রাসূল সা:-এর একটি সুন্নাত এবং যুবকদের প্রতি তাঁর ওসিয়তও বটে।...আজ খুব ভালো লাগছে এবং অনেক আনন্দ অনুভব করছি।

হামজা বারবুরি নামের আরেক হাফেজ বলেন, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং একইসাথে শুকরিয়া আদায় করছি, যারা আমাদের বিয়ের কার্যক্রমকে সহজ করার ব্যবস্থা করেছেন, তাদের।

চিনা সাবেক নৌ কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করলো তাইওয়ান

আপনজন ডেস্ক: অবৈধভাবে তাইওয়ানে প্রবেশের দায়ে চীনা নৌবাহিনীর সাবেক এক কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রোববার (৯ জুন) ওই ব্যক্তি তাইপেই বন্দরে প্রবেশ করেন। তার বিরুদ্ধে এখন সামরিক তদন্ত চালাবে তাইওয়ান।

জানা গেছে, স্পিডবোটে ১৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চীনা নৌবাহিনীর ওই সাবেক অফিসার তাইওয়ান প্রণালিতে প্রবেশ করার পর দেশটির কোস্টগার্ড তাকে গ্রেফতার করে।

নৌবাহিনীর ওই কর্মকর্তা বলছেন, তিনি ভুল করে তাইওয়ানে প্রবেশ করেছেন। তবে কর্তৃপক্ষ বলছে, তিনি মূলত তাইওয়ানের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন।

চায়না পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির সদস্য ৬০ বছর বয়সী ওই ব্যক্তিকে এখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং এ ঘটনার তদন্ত চলছে। কোস্টগার্ড পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তাইওয়ান ওশান অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিলের (ওএসি) প্রধান কুয়ান বি লিং বলেন, লোকটিকে দেখে পরিমার্জিত মনে হয়েছে। সে আগে চীনের নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়েলিংটন কো বলেন, ঘটনাটি চীনের একটি কৌশল হতে পারে। ১৯৪৯ সালে চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে তাইওয়ান নিজেকে স্বাধীনরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। কিন্তু বেইজিং জোর দিয়ে এই দ্বীপকে নিজেদের বলে দাবি করছে।

ইয়েমেনে নৌকা ডুবে ৩৮ জনের মৃত্যু, নিখোঁজ ১০০

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইয়েমেনের এডেনে নৌকাডুবে অন্তত ৩৮ জন অভিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সময় সোমবার (১০ জুন) স্থানীয় এক কর্মকর্তা ও প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এক প্রতিবেদনে জানায়, হর্ন অফ আফ্রিকা থেকে ইয়েমেনের বন্দর শহর এডেনে একটি নৌকা যাচ্ছিল। এ সময় নৌকাডুবিতে ৩৮ জন অভিবাসীর প্রাণহাণির ঘটনা ঘটে। এছাড়াও নিখোঁজ রয়েছেন ১০০জন যাত্রী।

ইয়েমেনের রুদুম জেলার পরিচালক হাদি আল-খুরমা রয়টার্সকে বলেন, এডেনের পূর্বে শাবওয়া গভর্নরেটের তীরে পৌঁছানোর আগেই নৌকাটি ডুবে যায়। এ সময় মৎস্যজীবী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থল থেকে ৭৮ জনকে উদ্ধার করতে পেরেছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, এ নৌকাটিতে আরো ১০০ জনের মতো যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জিবুতি, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া এবং সোমালিয়া দেশসমূহ নিয়ে হর্ন অফ আফ্রিকা গঠিত। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, গত বছর হর্ন অফ আফ্রিকা থেকে ৯৭ হাজার অভিবাসী ইয়েমেনে পারি জমিয়েছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১৫৯ সংখ্যা, ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ৫ জিলহজ, ১৪৪৫ হিজরি

গণতন্ত্রের অন্তরায়

সদ্য সমাপ্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে বুথফেরত জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, উগ্র ডানপন্থিদের নিকট শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়াছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ। ইহার পর গতকাল আকস্মিক এক ঘোষণায় ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ভাঙিয়া দিয়া আগামী ৩০ জুন ও ৭ জুলাই দুই দফায় দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেন তিনি। বুথফেরত জরিপ প্রকাশের পর এক ভাষণে উগ্র ডানপন্থি নেতা জর্ডান বারডেলা ম্যাক্রঁকে ফরাসি পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দেওয়ার আহ্বান জানাইয়া দুই দলের ভোটের ব্যবধানকে 'প্রেসিডেন্টের জন্য হতাশাজনক' বলিয়া অভিহিত করেন। এমন বক্তব্যের মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে ম্যাক্রঁ উক্ত ঘোষণা দেন, যখন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহার মেয়াদ আরো তিন বছর বাকি রহিয়াছে। গণতন্ত্রের প্রকৃত সৌন্দর্য মূলত এইখানেই, যাহা আমরা বিশেষ করিয়া উন্নত বা অগ্রসরমাণ বিশ্বে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। এই বাস্তবতা ম্যাক্রঁ নিজেও জানেন, কিন্তু তাহার পরও দেশ ও জাতির রায়ই তাহার নিকট শেষ কথা। জাতির উদ্দেশে ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, 'আমার সিদ্ধান্তটি গুরুতর। কিন্তু ইহার মাধ্যমে আমাদের গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা এবং সার্বভৌম জনগণের মতামত প্রকাশের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটিল। ইহাকে আমি জাতির জন্য সঠিক দিকনির্দেশনা বলিয়া মনে করি।' ম্যাক্রঁ বলিয়াছেন, 'আমি আপনাদের ভোটাধিকারের মাধ্যমে আপনাদের সংসদীয় ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছি।' গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মূলত জনগণের ভোটাধিকার তথা জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। আর এই জনমত যাচাইয়ের প্রধান নিয়ামক হইল অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। এই সংস্কৃতি প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে অনেক রাষ্ট্রে—যেমন ব্রিটেনে। বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে মাত্র ৪৫ দিনের মাথায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লিজ ট্রাসকে পদত্যাগ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহার পূর্বে তেরেসা মে ও বরিস জনসনও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাহাদের মেয়াদপূর্তির পূর্বেই বিতর্কের পর পদত্যাগ করেন বা করিতে বাধ্য হন। সারকথা হইল, ২০১৯ সালের পর হইতে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক পর্যন্ত মাত্র চার বছরের মধ্যে চার জন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করিয়াছেন, কিন্তু শুধু জনগণের ম্যান্ডেটকে শ্রদ্ধা করিয়াই তিন জন স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং মূল্যবোধ সমুন্নত রাখিবার প্রশ্নে তাহারা আপস করেন নাই। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে, তখনই তাহারা ক্ষমতা হইতে সরিয়া গিয়াছেন; কেহই ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা পোষণ করেন নাই। গণতন্ত্রের আসল শিক্ষা ইহাই। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর একবিংশ শতাব্দীর প্রতিযোগিতার যুগে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা হিসাবে 'গণতন্ত্র' নবযাত্রা শুরু করে। বর্তমান সময়ের ন্যায় আগামী দিনগুলির জন্যও গণতন্ত্র সবচাইতে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা, যাহা লইয়া সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। তবে সাম্প্রতিক বত্সরগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান সংকট অধিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বিগত এক দশকে বিশ্ব জুড়িয়া বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! অনেক দেশেই জটিল রূপ নিয়াছে গণতন্ত্রচর্চার প্রেক্ষাপট। গণতন্ত্র বা জনগণের শাসন বলিতে যাহা বোঝায়, এই সকল দেশে তাহা প্রায়ই উপেক্ষিত হইতেছে। বরং গণতন্ত্রের নামে এই সকল ভূখণ্ডে স্থান করিয়া নিয়াছে চরম স্বেচ্ছাচারিতা, গণবিরোধিতা, কর্তৃত্ববাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা ও আত্মপূজাসহ নানাবিধ বিষয়, যাহা সম্পূর্ণরূপে গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা। সরকারগুলির এহেন গণতন্ত্রমনস্কতার অভাব ও আত্মকেন্দ্রিকতা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের সম্মুখে মারাত্মক সংকট দাঁড় করাইয়া দিতেছে। কতিপয় আদর্শ গণতন্ত্রিক দেশও এই তালিকার বাহিরে নহে। উগ্র রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে এই সকল দেশে গণতান্ত্রিক স্পেস ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। গণতন্ত্রপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষের জন্য এই প্রবণতা দুশ্চিন্তার কারণ বটে। 'ডেমোক্রেসি ইজ আ স্টেট অব মাইন্ড' তথা গণতন্ত্র মানসিক ব্যাপার—গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ইহাই। জনগণের স্বার্থই এইখানে প্রধান ও প্রথম। যদিও উন্নয়নশীল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইহার চর্চা নাই। সেইখানকার ক্ষমতাসীনরা সীমাহীন অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও চরম বিতর্ক-সমালোচনা এবং কঠিন আন্দোলন, সংগ্রাম, রক্তারক্তির পরও ক্ষমতা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে চাহেন। ইহা জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের পথে যে বড় অন্তরায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

• • • • • • • • • • • • •

ইসরায়েল এবার অর্থ আটকে ফিলিস্তিনকে পঙ্গু করতে চায়

জি-৭ সম্মেলন সামনে রেখে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট এল ইয়েলেন বিরলভাবে ইসরায়েলকে তিরস্কার করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তা পশ্চিম তীরের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে। তবে মনে হচ্ছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) ইতিমধ্যে সীমিত হয়ে পড়া স্বশাসনের শেষ চিহ্নগুলোকে আরও ছেঁটে ফেলতে মরিয়া হয়ে ওঠা ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচকে থামাতে ইয়েলেনের এই তিরস্কার কোনো কাজে আসছে বলে মনে হচ্ছে না। লিখেছেন **রাজা খালিদি...**

জি-৭ সম্মেলন সামনে রেখে মার্কিন অর্থমন্ত্রী জ্যানেট এল ইয়েলেন বিরলভাবে ইসরায়েলকে তিরস্কার করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইসরায়েল ফিলিস্তিনি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈশ্বিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, তা পশ্চিম তীরের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলবে।

তবে মনে হচ্ছে, অনেক দেরি হয়ে গেছে। পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের (পিএ) ইতিমধ্যে সীমিত হয়ে পড়া স্বশাসনের শেষ চিহ্নগুলোকে আরও ছেঁটে ফেলতে মরিয়া হয়ে ওঠা ইসরায়েলি অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচকে থামাতে ইয়েলেনের এই তিরস্কার কোনো কাজে আসছে বলে মনে হচ্ছে না।

স্মোত্রিচ মূলত যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে চান, তা হচ্ছে ইসরায়েলি ব্যাংকগুলোকে কোনো ধরনের আইনি পদক্ষেপের মুখে পড়ার ভয় ছাড়াই ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে লেনদেন করতে দেওয়ার সুযোগ প্রত্যাহার করে নেওয়া। অর্থাৎ ফিলিস্তিনিদের ব্যাংক লেনদেন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে ও স্পেন আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্মোত্রিচ এই ঘোষণা দিয়েছেন।

অথচ ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড এবং বিশ্বের নিষ্ক্রিয়তার কারণে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ একেবারে ভেঙে পড়ার মুখে রয়েছে।

ইয়েলেন বুঝতে পারছেন, ফিলিস্তিনের ওপর স্মোত্রিচের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনাকে শুধু ইসরায়েলের ইতিহাসের সবচেয়ে আগ্রাসী ও দখলদার সরকারের আদর্শগত ভিত্তির জন্য দায়ী করা যায় না।

দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার জন্য বৈশ্বিক চাপের মধ্যেও গাজায় দ্বিগুণ শক্তিতে হামলা করে ইসরায়েল যে বিচ্ছিন্নতার দিকে যাচ্ছে, এটি তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে।

তবে ইসরায়েলের প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ধারাবাহিক সমর্থনের কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে বাইডেনকে ধারণা দিতে ইয়েলেনের এই উদ্বেগকে বৈধ বলেই মনে হচ্ছে।

পশ্চিম তীরের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করলেও পশ্চিম তীরে (এবং অন্যত্র) বসবাসকারী ফিলিস্তিনিরা গাজার চলমান বিপর্যয়কর যুদ্ধের দিকেই তাদের চোখ স্থির করে রেখেছেন।

গাজা যুদ্ধের কারণে কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইসরায়েলের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকা পশ্চিম তীর ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, তা নিয়ে খুব কম পর্যবেক্ষকই উদ্বেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

এই অসম সম্পর্কের মধ্যে কয়েক দশক ধরে ইসরায়েলের দখলদারি চলে আসছে। ফিলিস্তিনিরা তাদের জমি, সম্পদ ও অধিকারের জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের ওপর চরমপন্থী ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা ক্রমবর্ধমানভাবে সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে তারা এসব অন্যায় থেকে দায়মুক্তি ভোগ করছে।

ফিলিস্তিনকে একচেটিয়াভাবে নির্ভরশীল করে রাখার মধ্য দিয়ে ইসরায়েল নানা ধরনের আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকে। ইসরায়েল ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের হয়ে শুল্ক ও আমদানি কর আদায় করে।

স্মোত্রিচ যখন দেখলেন ফিলিস্তিন সংকটের একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির দিকে গতি বাড়ানোর জন্য ইউরোপীয়রা সক্রিয় হয়েছে, তখনই তিনি শুল্ক-রাজস্ব বাজেয়াপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং নতুন আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি দেন।

ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ শুল্ক হিসেবে প্রতি মাসে ২৭ কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব পেয়ে আসছিল। এই অর্থ দিয়ে ফিলিস্তিনের ১ লাখ ৪৭ হাজার সরকারি কর্মচারীর বেতন দেওয়া হচ্ছিল।

মূলত এই অর্থ দিয়েই ফিলিস্তিনিদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের চাহিদা মেটানো হচ্ছিল। কিন্তু কয়েক বছর ধরে ইসরায়েল একতরফা সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনিদের সেই নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ ও স্বাস্থ্যবিলের অর্থ কাটছাঁট করেছে। ২০১৮ সাল থেকে ফিলিস্তিনি শহীদদের পরিবার এবং ইসরায়েলি জেলে বন্দী থাকা ফিলিস্তিনিদের পরিবারের প্রাপ্য সরকারি সহায়তাও কেটে নেওয়া হয়। ২০২৩ সালের শেষ নাগাদ এই অতিরিক্ত কেটে নেওয়া অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২০ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়।

গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর পর স্মোত্রিচ গাজায় ফিলিস্তিনের কর্মী এবং পেনশনভোগীদের জন্য ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ যে অর্থ খরচ করে তা, কমাতে শুরু করে।

চলতি বছরের এপ্রিলের মধ্যে ব্যক্তিগত ভোগ এবং আমদানিতে ব্যাপক পতন ঘটে। এর ফলে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের 'বৈধ' রাজস্ব মাসে ১০ কোটি ডলারের নিচে নেমে আসে। অর্থাৎ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের মাসিক বাজেটের এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি অর্থ কমে গেছে।

স্মোত্রিচ এখন এই অর্থও বাজেয়াপ্ত করার হুমকি দিয়েছেন। এই অর্থ ইসরায়েলি অ্যাকাউন্টে রাখা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত এই ইসরায়েলের যুদ্ধ তহবিলে স্থানান্তর করতে আইন পাস করার জন্য তিনি চাপ দিচ্ছেন।

আর্থিকভাবে ইসরায়েল তার স্ক্রুগুলোকে আরও টাইট করার জন্য ফিলিস্তিনি ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে নেওয়া বৈদেশিক মুদ্রাকে ইসরায়েলি শেকেলে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত আটকে রেখেছে।

এর ফলে ইসরায়েলি শেকেল জমা করতে না পারা গ্রাহকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের অধীন কর্মচারীদের বেতন ছয় মাস ধরে বাকি পড়ে গেছে। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ আর্থিক পতনের মুখে পড়ে গেছে।

ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মুস্তফা সম্প্রতি বলেছেন পশ্চিম তীর 'খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে এবং সেখানে যেকোনো সময় গণবিস্ফোরণ ঘটার ঝুঁকি' রয়েছে।

বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে গদিতে বসার প্রথম দিকে কেউ কেউ আশা করেছিলেন, তিনি ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু তিনি তাঁদের আশাভঙ্গ করেছেন। তবে এখন ইউরোপের কিছু দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন তাদের কাছে যুদ্ধের বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু, তাহলে তাকে অবশ্যই ফিলিস্তিনের যোগ্য রাষ্ট্র হওয়ার পথে দেওয়া ভেটো তুলে নিতে হবে।

জি-৭ এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজ করা আন্তর্জাতিক দাতাগোষ্ঠী গত সপ্তাহে বৈঠকে মিলিত হয়েছিল।

তাঁদের এই অবস্থাটিকে গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করতে হবে। এর বাইরে নীতিনির্ধারকদের কী করা যেতে পারে এবং কী করা ঠিক হবে না, সেদিকে স্পষ্ট দৃষ্টি রাখতে হবে।

বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে গদিতে বসার প্রথম দিকে কেউ কেউ আশা করেছিলেন, তিনি ফিলিস্তিনিদের অধিকারের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু তিনি তাঁদের আশাভঙ্গ করেছেন।

তবে এখন ইউরোপের কিছু দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। যদি যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করতে চায় ইসরায়েল-ফিলিস্তিন তাদের কাছে যুদ্ধের বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু, তাহলে তাকে অবশ্যই ফিলিস্তিনের যোগ্য রাষ্ট্র হওয়ার পথে দেওয়া ভেটো তুলে নিতে হবে।

রাজা খালিদি প্যালেস্টাইন ইকোনমিক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এমএএস) মহাপরিচালক

ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনূদিত

দ্রুত যুদ্ধ শেষ করার জন্য বৈশ্বিক চাপের মধ্যেও গাজায় দ্বিগুণ শক্তিতে হামলা করে ইসরায়েল যে বিচ্ছিন্নতার দিকে যাচ্ছে, এটি তারও ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে ইসরায়েলের প্রতি প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ধারাবাহিক সমর্থনের কারণে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের আর্থিক সামর্থ্য কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, সে সম্পর্কে বাইডেনকে ধারণা দিতে ইয়েলেনের এই উদ্বেগকে বৈধ বলেই মনে হচ্ছে। পশ্চিম তীরের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সম্প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করলেও পশ্চিম তীরে (এবং অন্যত্র) বসবাসকারী ফিলিস্তিনিরা গাজার চলমান বিপর্যয়কর যুদ্ধের দিকেই তাদের চোখ স্থির করে রেখেছেন। গাজা যুদ্ধের কারণে কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইসরায়েলের ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকা পশ্চিম তীর ও ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে, তা নিয়ে খুব কম পর্যবেক্ষকই উদ্বেগ বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

গাজা বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলো কেন তাদের অবস্থান পরিবর্তন করছে

ড. রামজি বারুদ

দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতে গাজায় ইসরাইলের গণহত্যা নিয়ে যে বিচার কার্যক্রম চলছে, তাতে গত সপ্তাহে যোগদান করেছে স্পেন। ইউরোপের তিনটি দেশ স্পেন, আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পরই এ ঘটনা ঘটল। এতে বোঝা যাচ্ছে, মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা নীতির দীর্ঘসূত্রতা থেকে সরে আসছে এই দেশগুলো।

আমেরিকার চিন্তাধারা হলো, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য ওয়াশিংটনের পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতা হওয়া উচিত। তবে বছরের পর বছর ধরে এ ধরনের কোনো ফলপ্রসূ আলোচনা হয়নি।

ইতিমধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে তার নীতির পরিবর্তন সাধন করেছে। বিশেষত পূর্ব জেরুজালেমের ওপর ইসরাইলের সার্বভৌমত্ব রয়েছে বলে এক রকমের ছাড় দিয়েছে। ইসরাইলকে প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করা ছাড়াও তেল আবিবকে জবাবদিহি করার চেষ্টা করছে এমন আন্তর্জাতিক আইনি ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলোকে প্রচ্ছন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এদিকে ইসরাইল শান্তি ও আলোচনার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক দাবি বা প্রত্যাশা মেনে নিতে অস্বীকার করে চলেছে। ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে এখন চলছে তার নিজস্ব অভ্যুত্থান। সাম্প্রতিক দশকের তুলনায় সেখানে সহিংসতা নজিরবিহীন। পশ্চিম তীর জুড়ে হাজার হাজার অবৈধ বসতি স্থাপনকারী বাড়িঘর ও গাড়িতে আগুন দিচ্ছে। দায়মুক্তিসহ ফিলিস্তিনিদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে মৃদু তিরস্কার এবং কিছু বসতি স্থাপনকারীর ওপর অকার্যকর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হচ্ছে বটে। তা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন টু স্টেট নীতি ও অন্যান্য বিষয়ে তার ঘোষিত নীতিতে দৃঢ়ভাবে অটল রয়েছে। এই বাস্তবতা ইউরোপের জন্য একটি রাজনৈতিক দ্বিধা তৈরি করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী শাসনামলে কিছু ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটেছে। ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক ২০০৩ সালের যুদ্ধের নেতৃত্বে ইরাকে ওয়াশিংটনের নীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করার সময় মার্কিন আরোপিত ঐকমত্যকে অস্বীকার করেন। এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন মতপার্থক্যকে পর্যন্ত মিটমাট করা হয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে আবার তার ভূমিকায় ফিরে আসে। কিন্তু গাজা একটি প্রধান ব্রেকিং পয়েন্ট হয়ে উঠছে। ৭ অক্টোবরের ঘটনার পরপরই ইসরাইলের সমর্থনে পশ্চিমা ঐক্য ভেঙে গেছে। ইসরাইলি যুদ্ধে জার্মানি কিছুটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে।

ইসরাইলকে গণহত্যার জন্য অভিযুক্ত করে পশ্চিম ইউরোপীয় বেশ কয়েকটি দেশের সাম্প্রতিক দৃঢ় অবস্থান, ইসরাইলকে জবাবদিহি করার লক্ষ্যে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর সঙ্গে যোগদান নিঃসন্দেহে একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিতবহ। যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, গাজায় ইসরাইলি অপরাধের মাত্রা নৈতিক সীমা অতিক্রম করেছে, যা কিছু ইউরোপীয় দেশের কাছে অসহনীয়। সাবেক আইরিশ রাষ্ট্রপতি মেরি রবিনসন সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধে 'আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পতনের' ব্যাপারে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছেন। ইউএস হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভস গত সপ্তাহে রেজল্যুশন পাশ করেছে এইচআর-৮২৮২, যার লক্ষ্য আইসিসি কর্মকর্তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।

জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসসহ অনেকে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বৈধতার পতনের কথা উল্লেখ করেছেন। তাই সমস্যা শুধু গাজা গণহত্যার বিষয় নয়, এটি পশ্চিমের ভবিষ্যত্ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দীর্ঘকাল ধরে ওয়াশিংটন সফল হয়েছে পশ্চিমাদের সম্মিলিত স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে। এখন এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সেই ভারসাম্যমূলক আইন বজায় রাখতে সক্ষম নয়। কিছু পশ্চিমা দেশকে স্বাধীন রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে বাধ্য করছে, যার ভবিষ্যত্ ফলাফল কতটা শুভ হবে, তা বলা যাচ্ছে না।

আরব নিউজ থেকে সংক্ষেপিত অনুবাদ

লেখক :দ্য প্যালেস্টাইন ক্রনিকলের সম্পাদক এবং সেন্টার ফর ইসলাম অ্যান্ড গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো

প্রথম নজর

প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত হয়ে মৃত্যু বাঁকুড়ায়

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বাঁকুড়া এক নম্বর ব্লকের আঁচুড়ি এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতেন। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও তিনি টোটো নিয়ে বাঁকুড়া শহরে যান। সেখানে প্রবল গরমে টোটো চালানোর সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে বাঁকুড়া শহরের পাঁচবাগা এলাকার একটি নলকূপে জল পান করেন। এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন শোভন পুজারু নামের ওই যুবক। বাঁকুড়ার উপ পুরপ্রধান হীরালাল চট্টরাজ সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ওই অসুস্থ যুবককে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাঁকুড়া পুরসভার উপ পুরপ্রধানের দাবী অতিরিক্ত গরমের কারনে হিট স্ট্রোকে ওই যুবকের মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দা ও মৃতের আত্মীয়দের দাবী অতিরিক্ত গরমের কারনেই মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষও হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিতে পারেনি। মেডিক্যাল কলেজের দাবী ময়না তদন্তের পরই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী উদযাপন বহরমপুরে

সজিবুল ইসলাম ● বহরমপুর

আপনজন: রেডিও শ্রোতা সংগঠন মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবার এর আয়োজনে রবিবার ৯ই জুন বহরমপুর স্টুডেন্টস হেল্থ হোমে উদযাপন হল রবীন্দ্র নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ ও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত বেতার শ্রোতা, সাহিত্য সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান প্রেমী মানুষ অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ এর আরজে ঋত্বিক সরকার। প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানিক চাঁদ শেখ, বীরভূম ও মানস দাস, কলকাতা। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ, নৃত্যানুষ্ঠান ও আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দুই কবিকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংস্থার সভাপতি আব্দুল হাদি। তারপর উপস্থিত সদস্য সদস্যাগণ দুই কবির প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন সঙ্গীত শিল্পী জয় কুমার ধারা। নজরুল গীতি পরিবেশন করেন মানসী বড়াল, এছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন ক্ষুদে শিল্পী তাসনিম রহমান, বাবুরাম মন্ডল, সরস্বতী অধিকারী, মনিরা বেগম প্রমুখ। তবলায় সহযোগিতা করেন সংস্থার সহ-সম্পাদক কাশীনাথ মন্ডল। কবিতা পাঠ করেন সভাপতি আব্দুল হাদী, সহ সভাপতি বিশ্বনাথ মন্ডল, কনভেনর মিলটন চক্রবর্তী, ফজলে এলাহী, নাসিমা কবির ,সুদাম দাস, তাসনিম রহমান।স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন সাফিকা বেগম, কুমুদ চক্রবর্তী। নৃত্য পরিবেশন করেন তাসনিয়া ইয়াসমিন। মাউথ অর্গান বাজান শংকর দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমিনুল হক সরকার, সুব্রত দাস, অমীয় কুমার দে, উদয়ন কুমার বিশ্বাস, অলোক কুমার সাহা, কাজী আনসারুল, সানারুল শেখ, ডক্টর সঞ্জীব মন্ডল, রিনা পারভিন, শবনম সুলতানা প্রমুখ।অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন কাশীনাথ মন্ডল এবং স্বরূপ চাঁদ সেখ। সংস্থার সদস্য অমিয় কুমার দে একটি পুরনো রেডিও মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবারের রেডিও সংগ্রহশালায় দান করেন। ক্ষুদে শিল্পী তাসনিম রহমান ও তাসনিয়া ইয়াসমিনকে মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা সম্মাননা দেয়। সংস্থার সম্পাদক শিবেন্দু পাল বলেন ২০১৯ সালে বেশ কিছু বেতার প্রেমী মানুষ মিলিত হয়ে গড়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ বেতার শ্রোতা পরিবার। বর্তমান ডিজিটাল যুগে বেতার অনুষ্ঠান জনপ্রিয় করে তুলতে বিশ্ব বেতার দিবস পালন করা হয়।

সাহিত্য সম্মেলন শিশু বিকাশ একাডেমীতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● সোনারপুর

আপনজন: গত রবিবার সোনারপুর মকরমমপুর শিশু বিকাশ একাডেমী বিএড কলেজে অনুষ্ঠিত হল প্রতিভা সন্ধানে সাহিত্য পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন ও সাহিত্য সম্মেলন। সকাল আটটা থেকে শুরু হয় পদযাত্রা প্রায় ২০০ জন শিশু কিশোর কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে ।সকাল ১০ঃ৩০ মিনিটে শুরু হয় চিত্র প্রদর্শনী এবং এগারোটার সময় শিশু বিকাশ একাডেমীর প্রান পূরুষ আবুল কাশেম মুন্সি প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করেন । সাহিত্যিক সমাজকর্মীদের উপস্থিতিতে গমগম করতে থাকে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ । উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন কবি ও সম্পাদক জনাব ইউসুফ মোল্লা সকলকে অভিনন্দন জানান এবং তুলে ধরেন দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে চলে আসা প্রতিভা সন্ধানে সাহিত্য পত্রিকা যারা সহযোগী সহকর্মী সকলকে স্মরণ করেন ।অনুষ্ঠানের সভাপতি তো করেন কবি দিলীপ কুমার বৈদ্য ,উপস্থিত ছিলেন ডঃ কামাল উদ্দিন ,আব্দুল রশিদ মোল্লা ,বিশিষ্ট সমাজসেবী অমল নায়েক, সিরাজুল ইসলাম ঢালি ,বাঙালি বিশ্বকোষের মুখ্য ব্যবস্থাপক শিশু সাহিত্যিক আব্দুল করিম ,আন্তর্জাতিক আমার ভারত পত্রিকার সভাপতি শ্রী শক্তিপদ গঙ্গোপাধ্যায় ,ডঃ রুহুল আমিন সাহিত্যিক সমুদ্র বিশ্বাস ,গঙ্গাধর গাঙ্গুলী, কবি কবি শ্রীমন্ত কুমার মন্ডল প্রমুখ প্রায় ১৮০ জন কবি শিল্পী সাহিত্যিকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো ।১৫৫বিশেষ ভাবে কৃতী মানুষদের নজরুল স্বারক সম্মানে সম্বর্ধিত করা হয়। সকলের জন্য ব্যাবস্থা ছিল দুপুরে মধ্যান্য ভোজের ।বসারাদিন ধরে চলে বক্তব্য নৃত্য সংগীত আবৃত্তি ও কবিতা পাঠ । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কবি ইউসুফ মোল্লা। জাতীয় সঙ্গীত এর মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

সামান্য টাকার লোভে নিজের ভাইকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদাতে সামান্য টাকার লোভে রক্তের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে নিজের ভাইকে কুপিয়ে খুন করার চেষ্টা অভিযোগ উঠল দাদাদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আক্রান্ত এক গৃহবধূও। তার মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরাতন মালদা থানার গুজোর ঘাট এলাকায়। জানা গেছে আক্রান্তের নাম আজিজুর রহমান এবং তার স্ত্রী সুবেরা বিবি। বর্তমানে তারা দুজনই মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিযোগ উঠেছে আক্রান্ত আজিজুর রহমানের দাদা রেজাউল শেখ, মুজিবর রহমান সহ চারজনের বিরুদ্ধে। আক্রান্ত আজিজুর রহমান জানান, গতকাল রাতে জমি বিক্রি র ৮ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে উঠিয়ে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। সেই টাকা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য গভীর রাত্রে তার দাদা রেজাউল শেখ সহ বেশ কয়েকজন তার বাড়িতে হামলা করে। তাকে এবং তার স্ত্রীকে মারধর করা হয়। তার স্ত্রীর অবস্থা এখন আশঙ্কা জনক। তারা আরো অভিযোগ তাদের উপর হামলা করে সেই টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে তারা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।
তবে এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি অভিযোগ ওঠা আক্রান্তের আত্মীয়রা।

বেঁচে থাকার জন্য মাথা গোঁজার আশ্রয় চায় অসহায় অন্ধ প্রতিমা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: দুটি চোখ অন্ধ। ট্রেনের মধ্যে লজেন্স বিক্রি করে কোন রকমে দিনগুজরান করেন।মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন। সরকারী ভাবে কিংবা কোন সংস্থা যদি স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দেয় তাহলে বাকি জীবনটা একটু হলেও স্বাচ্ছন্দে কাটাতে পারবেন। এমনই আবেদন জানালেন অসহায় অন্ধ হকার প্রতিমা কর্মকার চ্যাটার্জী। উল্লেখ্য পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলির দম্পতি প্রফুল্ল ও মধুমিতা কর্মকার। দম্পতির এক ছেলে ও এক মেয়ে।একমাত্র মেয়ে প্রতিমা কর্মকারের বয়স যখন আড়াই বছর,ঠিক তখনই 'হাম' হয়েছিল।সুস্থ হয়ে উঠলেও প্রতিমার দুটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়।বাবা-মায়ের কাছে থেকে বড় হতে থাকে।বাবা-মা দুজনেই পরলোক গমন করার পর দিশাহারা হয়ে পড়ে প্রতিমা।জীবন বাঁচানোর তাগিদে ট্রেনের মধ্যে লজেন্স বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই শুরু করেন।আচমকা ট্রেনের মধ্যে পরিচয় হয় অন্ধ হকার উৎপল চ্যাটার্জীর সাথে।শুরু হয় প্রেমপর্ব। অবশেষে দুজনেই ঘর বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০১৪ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।দুজনের সংসারে আলো করে আসে এক পুত্র সন্তান।ভালোবেসে অন্ধ দম্পতি সন্তানের নাম রাখেন আয়ুষ।দিব্যি চলছিল।আচমকা ২০২০ সালে ছন্দপতন হয় অন্ধ দম্পতির।নেমে আসে অমাবস্যার অন্ধকার। লকডাউন শুরু হতেই প্রতিমা কে ছেড়ে উৎপল অন্য এক সঙ্গীনিকে নিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। একাকী প্রতিমা একমাত্র সন্তান কে বুকে আগলে বিদ্যাধরপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন।দিন আনা দিন খাওয়া সংসারে অভাব অনটনের মধ্যে চলছিল।ধীরে ধীরে আয়ুষ বড় হতে থাকে। প্রতিমা আয়ুষ কে একটি হোষ্টেলে রেখে পড়াশোনা করাচ্ছেন।ছোট্ট আয়ুষ বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র।
প্রতিমা জানিয়েছেন, 'মাসে মাসে প্রতিবন্ধী ভাতা হিসাবে এক হাজার টাকা পাই। ছেলের পড়াশোনা আর ঘর ভাড়া দিতে সব শেষ হয়ে যায়। কখনও অর্ধাহারে,কখনও বা অনাহারে দিন কাটাতে হয়।মাথা গোঁজার স্থায়ী কোন বাসস্থান নেই। ছেলে কে মানুষের মতো মানুষ করতে চাই।কিন্তু আয় নেই!যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি,প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার আমার মাথা গোঁজার ঠাই করে দেয় এবং ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নেয় তাহলে হয়তো বেঁচে থাকা সম্ভব।সকলের কাছে আবেদন আমি অন্ধ!দয়া করে আমাকে আলোর পথ দেখাবেন!'

সংখ্যালঘু বিত্ত নিগমের তিনদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের মিটিং হলে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের অধীনস্থ একটি বিধি বদ্ধ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালগু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী ইডিপি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হল।এদিন প্রায় একশো জনকে ওই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।ওই সংস্থার অধীনে উদ্যোগে হাতের কাজের প্রশিক্ষণ-ও দেওয়া হয়।মূলত উলুবেড়িয়ার মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংখ্যালঘু পরিবারের পিছিয়ে পড়া মানুষের বসবাস। বেশিরভাগের'ই সংসার চলে ছোট ছোট ব্যবসায়ের ওপর নির্ভর করে। বাড়ির বউরাও ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর নির্ভর করে সংসারের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন মূলত তাঁদেরই স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে এগিয়ে এল সখ্যালগঘু বিত্ত নিগম। এদিনের এই প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন বিত্ত নিগমের জেনারেল ম্যানেজার সুদীপ্ত পোড়েল,ম্যানেজার জাহাঙ্গীর মল্লিক, ডোমা-র আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, ব্লকের সংখ্যালঘু আধিকারিক দিব্যেন্দু পাল, ওই সংস্থার আধিকারিক সাবির মুস্তাক মোল্লা, মহম্মদ সুজাউদ্দিন, সাহাবুল ইকবাল মোল্লা, ট্রেনিং অফিসার সরিফুল ইসলাম প্রমুখ।
উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,"সংখ্যালঘু মানুষদের স্বার্থে ডব্লিউবিএমডিএফসি-র সাহায্য প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়িক বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিখে কেউ যদি স্বনির্ভর হন, সেটাই আমাদের প্রাপ্তি।"

'গওসে সানী পাক'-এর উরস পালিত

আমীরুল ইসলাম ● মঙ্গলকোট

আপনজন: প্রতি বছরের মতো এবারও মহান সুফি সাধক হযরত সৈয়দ শাহ যাকের আলী আলকাদেরী আলহাসানী আলহুসায়নী আলবাগদাদী পাকের ২৫৩ তম বাৎসরিক উরস উৎসব পালিত হচ্ছে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের কারিকরপাড়ায় অবস্থিত মাযার শরীফ এবং তৎসংলগ্ন কাদেরিয়া মসজিদ ও খানকা শরীফে। কাদেরিয়া তরিকার প্রতিষ্ঠাতা বড় পীর সাহেব গওসুল আযম দাস্তগীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানীর ১৬ তম বংশধর। আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগে(১৭৬৬) তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে হিন্দুস্থানে তশরিফ আনেন। পরবর্তী কালে তাঁর পিতা পরিবার পরিজন সহ ফিরে গেলেও সুফি তরিকার প্রসারের লক্ষ্যে রেখে যান দুই পুত্র ও এক পৌত্রকে। জ্যৈষ্ঠ পুত্র 'গওসে সানী পাক' রয়ে যান মঙ্গলকোটেই। 'গওসে সানী' পাকের জন্ম ১১১১ হিজরিতে হয়েছিল। ১১৮০ হিজরিতে তিনি মঙ্গলকোটে তশরিফ আনেন। ১১৯২ হিজরির যিলহজ তাঁর বেসালে হক হয়েছিল।হযরতের বর্তমান স্থলাভিষিক্ত উত্তরাধিকারী-সিলসিলা এ কাদেরিয়ার সাজ্জাদানশিন হুযুর পাক হযরত সৈয়দ শাহ ইয়াসূব আলী আলকাদেরী আলবাগদাদী-র পরিচালনায় এই উরস পালিত হচ্ছে। প্রসঙ্গত তাঁর প্রপৌত্র 'মওলা পাক'-এর উরসে ৪ই ফাল্গুন মেদিনীপুরে বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর স্পেশাল ট্রেন ও কয়েকটি রিজার্ভ বাস আসে।

নিট ইস্যুতে বিচার চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল এসআইও

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নয়াদিল্লি

আপনজন: স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া (এসআইও) সোমবার নয়াদিল্লিতে প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়াতে NEET (UG) 2024 পরীক্ষায় অসঙ্গতি এবং পক্ষপাতের অসংখ্য অভিযোগকে সম্বোধন করে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা করে এসআইও অফ ইন্ডিয়া ভারতের সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা করেছে, NEET-এর কাউন্সেলিং বন্ধ রেখে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT) এর মাধ্যমে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি দ্বারা পরিচালিত সমগ্র প্রক্রিয়ার তদন্ত করে ন্যায়বিচার চেয়েছে।
এসআইও-এর জাতীয় সম্পাদক ডঃ রওশন মহিউদ্দীন, এনটিএ-এর বিজ্ঞপ্তির থেকে শুরু করে NTA-এর কাজের ধরন সহ ধারাবাহিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ১৫ দিন সময় দেওয়ার পরও গত ৯ এপ্রিল হঠাৎ করে রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল খুলে দেওয়ায় অনিয়মের প্রশ্ন ওঠে। এছাড়াও, বিহারে পেপার ফাঁস এবং গুজরাট ও নয়ডায় পক্ষপাতের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির ফলে গ্রেপ্তার ইত্যাদি ঘটনার ফলে এই পরীক্ষার ন্যায্যতা এবং সমতার উপর আস্থা নষ্ট হয়েছে।
এখানেই শেষ নয়, এমনকি 'গ্রেস' নম্বর দেওয়া স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগ উত্থাপন করে। যদিও NTA দাবি করে যে এই নম্বরগুলো 'সময় কমে যাওয়ার' কারণে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা এই 'সময় কমে যাওয়া' নির্ধারণের জন্য কোনও মানদণ্ড এবং পদ্ধতিকে নথিভুক্ত করতে বা স্বচ্ছভাবে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আবার বিস্তারিত বিবরণীতে কোনো তথ্য প্রদান না করেই ক্ল্যাট পরীক্ষা সংক্রান্ত ২০১৪ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্ধৃতিটি টুইট করা হয়। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে। যেকোন রকম ভাবে সাফাই দেওয়ার এই প্রচেষ্টা একরকম গুরুতর ত্রুটি বা কারসাজি লুকানোর একটি প্রচেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।

ঈদ উপলক্ষে রাজনগর থানায় শান্তি বৈঠক

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: আগামী ১৭ই জুন সমগ্র দেশের মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষজন ঈদুল আযহা উৎসব পালন করবেন। দেশের অন্যান্য অংশের পাশাপাশি রাজনগরেও পালিত হবে পবিত্র ঈদুল আযহা। এই উৎসব যাতে এলাকার সমস্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ভালোভাবে উদযাপন করতে পারেন এবং উক্ত উৎসবকে ঘিরে এলাকায় কোনরকম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার বাতাবরণ তৈরি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে রাজনগর থানা এলাকার এলাকার বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে মঙ্গলবার স্থানীয় থানা কক্ষে একটি শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
ডিএসপি হেডকোয়ার্টার মহম্মদ তৌহিদ আনোয়ার এর উপস্থিতিতে এদিনের শান্তি বৈঠক আয়োজিত হয়।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর - চয়ন ঘোষ, রাজনগর থানার ওসি দেবাসিস পন্ডিত, রাজনগর শান্তি কমিটির সম্পাদক প্রদীপ দে, রাহে ইসলাম সমাজকল্যাণ সোসাইটির সম্পাদক আবুল ফজল খান,বিশিষ্ট সমাজসেবী মহম্মদ শরীফ, গাফফার খান, মাধব দত্ত, শেখ কাবুল, আবু বক্কর সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

গ্রামীণ হাসপাতালের মধ্যে তৈরি হতে চলেছে ইকো টুরিজম পার্ক

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● মথুরাপুর

আপনজন: হাসপাতালের মধ্যেই এবার ইকো ট্যুরিজম পার্ক, অবিশ্বাস্য হলেও এটাই এবার সত্যি হতে চলেছে মথুরাপুরে। মথুরাপুর গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের বড় দীঘিকে ঘিরে এবার গড়ে উঠতে চলেছে মনমুগ্ধকর এই পার্ক। বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই শুরু হয়েছিল এই পার্ক তৈরির কাজ। হাসপাতালে আসা রোগী এবং রোগীর পরিবারের মানুষজনের একটু মন ভাল করতে এই ধরনের প্রয়াস হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির। বয়স্কদের জন্য পার্কে থাকছে হাঁটার ব্যবস্থা।গাছের ছায়ায় ঘেরা হাসপাতালের দীঘিটিতে এখন দিনের সবসময় শীতল বাতাস প্রবাহিত হয়। সেটিকে ঘিরে সৌন্দর্যায়নের এই প্রয়াস মন কেড়েছে সকলের। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই পার্ক খুলে যাবে।
এর আগে এই হাসপাতালে তৈরি করা হয়েছিল ঔষধি গাছের বাগান। এবার তার সঙ্গে তৈরি হচ্ছে এই পার্ক। এই পার্ক তৈরি হয়ে গেলে জেলার অন্যান্য হাসপাতালগুলির কাছে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এই গ্রামীন হাসপাতাল। মথুরাপুর ১ নং ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে এই পার্ক তৈরি করা হচ্ছে। এব্যাপারে রোগী কল্যাণ সমিতির সভাপতি তথা মথুরাপুর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র হালদার বলেন, এই পার্ক ভবিষ্যতে রোগী ও রোগীর পরিবারের কাছে খুশির হাওয়া বয়ে আনবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তৃণমূল কর্মীকে প্রাণনাশের হুমকি চিঠি

নকীব উদ্দিন গাজী ● কাকদ্বীপ

আপনজন: সবে মাত্র লোকসভা নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে ফলাফল প্রকাশ হয়েছে তার কিন্তু তার মধ্যেই তৃণমূল সমর্থকের বাড়িতে পৌঁছালো প্রাণনাশের ও ধর্ষণের হুমকির চিঠি তাও একবার দুবার নয় তিন তিনবার। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার পথপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯২ নম্বর বুথের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় লোকসভা ভোটের রেজাল্টের পর দিনই প্রতাপাদিত্য গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় বাসিন্দা, পূর্ণিমা দাসের বাড়িতে হুমকির চিঠি আসে যেখানে পূর্ণিমা দাসের নাতনিকে প্রাণনাশের হুমকি ও ধর্ষণের কথা লেখা রয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে জানালে আবারো একইভাবে দু দুবার হুমকির চিঠি আসে বাড়িতে আর যা নিয়েই এখন আতঙ্কে রয়েছে ওই পরিবার। তবে ইতিমধ্যেই এই উড়ো চিঠিকে কেন্দ্র করে জল্পনা শুরু হয়েছে এলাকায়।

হাসপাতাল চত্বরে যুবককে পিটিয়ে খুন

জিয়াউল হক ● চন্দননগর

আপনজন: জানা গেছে ভদ্রেশ্বর বিঘাটির বাসিন্দা যুবক সুপ্রিয় সাঁতরার(২৮) সঙ্গে ভদ্রেশ্বরের বাসিন্দা গৌতম দাসের বচসা হয় ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোডে। গাড়িতে ধাক্কা লেগে রাস্তায় পড়ে যায় ওই ব্যক্তি। কেন ধাক্কা,শুরু হয় গালিগালাজ। বচসা চলার সময় গৌতমকে লোহার রড দিয়ে মারে সুপ্রিয়। মাথা ফেটে যাওয়ায় নিজের গাড়ি করে তাকে চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসা করাতে। চোট সামান্য থাকায় চিকিৎসক আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়। হাসপাতালের গেটে অপেক্ষা করছিল সুপ্রিয়। আহত গৌতমের ছেলে ও তার পরিজনরা ঘটনার খবর পেয়ে চন্দননগর হাসপাতালে চলে আসে। কেন তার বাবাকে মেরে মাথা ফাটানো হল এই নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয় সুপ্রিয়র সঙ্গে। কয়েকজন মিলে বেধরক মারধর করে যুবক সুপ্রিয়কে। হাসপাতাল গেটেই লুটিয়ে পড়ে সে। কয়েকজন মিলে হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানিয়ে দেন মৃত্যু হয়েছে যুবকের।

তিন বিঘা জমির পাট কেটে নষ্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: তিন বিঘা জমির পাট কেটে খেলার মাঠ বানিয়ে দিলো দুষ্কৃতীরা। জানা যায় পাটের জমিতে প্রথমে পোড়া কীটনাশক দিয়ে একবার পাট নষ্ট করে দেয় তার পরে অবশিষ্ট যে পার্ট ছিল জমিতে সেই পাটগুলি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে একেবারে খেলার মাঠ বানিয়ে দেওয়া হয় এমনি অভিযোগ জমি মালিক সাজ্জাদ হোসেনের। মঙ্গলবার খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে যায় শাহবাজপুর গ্রামের মানুষ সমগ্র বিষয়টি থানায় জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন জমির মালিক। খবর পেয়ে ডোমকল থানার পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় আতঙ্কিত জমি মালিক সাজ্জাদ হোসেন।

বাবা রাজমিস্ত্রি, ছেলে রোহিত টি-২০ লিগে বাংলার অধিনায়ক

আপনজন ডেস্ক: এবার বাংলার হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্বে বসিরহাটের ছেলে রোহিত মন্ডল। গ্রেট ক্রিকেট স্টেপ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত ১০তারিখ অনূর্ধ্ব ১৫ টি-টোয়েন্টি লিগ শুরু হয়েছে হায়দ্রাবাদে। সেই টি-টোয়েন্টি লিগে দেশের ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করবে। যেখানে বাংলা হয়ে টি-টোয়েন্টি লিগে অধিনায়কত্ব করতে চলেছে বসিরহাটের বাদুড়িয়ার কানুপুর গ্রামের কিশোর রোহিত মন্ডল। রোহিতের বাবা মহাসিন মন্ডল পেশায় রাজমিস্ত্রী। মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। ১৫ বছর বয়সেই বোলিং-এ ১৩০ গতির ঝড় বসিরহাটের এই কিশোরের। রুটি রুজির টানে বাবা-মা দুজনেই দিল্লিতে পরীযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর পরিবারে ৫ বছর বয়সে বাবা মায়ের কর্মসূত্রে দিল্লিতে যায় রোহিত। সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখে আসক্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ক্রিকেট খেলাকে ভালোবেসে বাবা মায়ের কাছে ক্রিকেট খেলা শেখার আবদার জানায়। এভাবেই অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রমের ফলে রোহিত দিল্লিতে স্থানীয় ক্লাবে এক কোচের নজরে পড়েন। তারপর খেলার সুবাদে পাঞ্জাব, হরিয়ানা সহ একাধিক রাজ্যে খেলেছে। এর পর আন্ডার ফিফটিনে তেঘরিয়া ক্লাবে খেলছে ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ক্লাবের হয়ে খেলছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে রোহিতের আগুনে বোলিং-এর প্রশংসায় মুগ্ধ কোচেরাও।

এবার স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে হায়দ্রাবাদে আয়োজিত টুর্নামেন্টে পারফরমেন্সে কতটা সারা ফেলতে পারে সেটাই লক্ষ্য। রোহিতের বাবা মহসিন মন্ডল চান, ছেলের গায়ে একদিন দেশের জার্সি গায়ে উঠুক, গ্যালারিতে দেশের পতাকা হাতে আগুনে বোলিং-এর পাশাপাশি মারকাটারি ঝোড়ো ইনিংস খেলুক তার ছেলে। সেই খেলা গ্যালারিতে বসে চা চাক্ষুস করতে চায় রোহিতের বাবা।

ইউরোপিয়ান ফুটবলে থেকে ছিটকে গেলেন ডাচ তারকা ফ্রেঙ্কি

আপনজন ডেস্ক: আর কয়েকদিন পরেই জার্মানির ১০ শহরে শুরু হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসর ইউরো-২০২৪। শেষ সময়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে নিজেদের ঝালাই করে নিচ্ছে দেশগুলো। নিজেদের শেষ প্রীতি ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেই প্রস্তুতিও সেরে নিয়েছে ডাচরা। তবে ইউরো যাত্রা শুরুর আগে বড় দুঃসংবাদ শুনতে হলো নেদারল্যান্ডসকে ।

ইনজুরিতে ছিটকে গিয়েছেন দলের মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। গোড়ালির ইনজুরিতে এবারের ইউরো মিস করছেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার। গোড়ালির ইনজুরি থাকা সত্ত্বেও ডাচদের ইউরো দলে জায়গা পেয়েছিলেন ডি ইয়ং। ধারণা করা হয়েছিল ইউরো শুরু হতে হতে সেরে ওঠবেন তিনি।

তবে গতকাল সোমবার (১০ জুন) বার্সেলোনার চিকিৎসক জানায়, ইউরোর আগে ডি ইয়ংয়ের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন ডি ইয়ং। তবে পুরো ফিট হওয়ার অপেক্ষায় ম্যাচে নামেননি তিনি। ম্যাচ শেষে ইয়ংয়ের ইউরো থেকে ছিটকে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডাচ কোচ রোনাল্ড কোম্যান। ডাচ কোচের ভাষ্য, 'পরীক্ষায় দেখা গেছে, সে এখনও ওই কাজগুলো করতে পারে না, যেগুলো তার করতে পারা উচিত। প্রতিবার অনুশীলনের পর তার অ্যাঙ্কেলে সমস্যা হয়। এতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, আগামী তিন সপ্তাহে সে শতভাগ ফিট থাকবে না।' এদিকে ইনজুরিতে ছিটকে যাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ডি ইয়ং, 'ইউরোতে থাকতে না পারায় আমি বিষন্ন ও হতাশ। ইনজুরি কাটিয়ে উঠতে আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে সবই আমরা করেছি।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমার সেরে উঠতে আরো সময় প্রয়োজন।'

আর কয়েকদিন পরেই জার্মানির ১০ শহরে শুরু হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের আসর ইউরো-২০২৪। শেষ সময়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে নিজেদের ঝালাই করে নিচ্ছে দেশগুলো। নিজেদের শেষ প্রীতি ম্যাচে আইসল্যান্ডকে ৪-০ গোলে হারিয়ে সেই প্রস্তুতিও সেরে নিয়েছে ডাচরা। তবে ইউরো যাত্রা শুরুর আগে বড় দুঃসংবাদ শুনতে হলো নেদারল্যান্ডসকে । ইনজুরিতে ছিটকে গিয়েছেন দলের মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং। গোড়ালির ইনজুরিতে এবারের ইউরো মিস করছেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার।

গোড়ালির ইনজুরি থাকা সত্ত্বেও ডাচদের ইউরো দলে জায়গা পেয়েছিলেন ডি ইয়ং।

ধারণা করা হয়েছিল ইউরো শুরু হতে হতে সেরে ওঠবেন তিনি।

তবে গতকাল সোমবার (১০ জুন) বার্সেলোনার চিকিৎসক জানায়, ইউরোর আগে ডি ইয়ংয়ের সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়েডকে তিরস্কার করল আইসিসি

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের ম্যাচে আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তর্ক করেন অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার ম্যাথু ওয়েড। এতে শাস্তি পেয়েছেন তিনি। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল এই বাঁহাতি ব্যাটারকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিরস্কার করার কথা জানিয়েছে আইসিসি। তার নামের পাশে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও যোগ হয়েছে। ২৪ মাসের মধ্যে এটিই তার প্রথম ডিমেরিট পয়েন্ট। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং ইনিংসের ১৮তম ওভারে আদিল রশিদের তৃতীয় বলের সময় হঠাৎ করেই উচ্চ শব্দে গান বেজে ওঠে স্টেডিয়ামে। সরে যাওয়ার ভঙ্গিতে পেছনের পায়ে ওই বল রক্ষণাত্মকভাবে খেলেন ওয়েড। ওয়েড ভেবেছিলেন গান বেজে ওঠায় হয়তো ডেলিভারিটি 'ডেড বল' ঘোষণা করবেন আম্পায়ার। কিন্তু মূল আম্পায়ার নিতিন মেনন জানান, ওয়েড শট খেলার কারণে 'ডেড' নয়, বরং বৈধ হিসেবে গণ্য হবে ওই বল। এই সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি ওয়েড।

তাৎক্ষণিকভাবে আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। এ কারণে মাঠের দুই আম্পায়ার নিতিন মেনন, জো উইলসন, তৃতীয় আম্পায়ার আসিফ ইয়াকুব ও চতুর্থ আম্পায়ার জায়ারামান মাদানগোপালের অভিযোগের ভিত্তিতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট শাস্তির ঘোষণা দেন। ওয়েড নিজের দোষ স্বীকার করে নেয়ায় কোনো আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন পড়েনি। অস্ট্রেলিয়া টানা দুই ম্যাচে ওমান ও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দারুণ শুরু করেছে এবারের বিশ্বকাপে। প্রথম ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাননি ওয়েড। দ্বিতীয় ম্যাচে খেলেন ১০ বলে ১৭ রানের অপরাজিত ইনিংস।

বাবর আজমের পদত্যাগ চাইলেন শোয়েব মালিক

আপনজন ডেস্ক: বড় টুর্নামেন্টে পাকিস্তান দলের ব্যর্থতা মানেই খেলোয়াড়দের দিকে সমালোচনার তির ধেয়ে আসা। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন দেশটির ক্রিকেটাররা। যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের কাছে হেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর সাবেকদের কথার বাণও সামলাতে হচ্ছে বাবর আজম-শাহিন আফ্রিদিদের।

নিউইয়র্কে গত রোববার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের কাছে হারের পর থেকে ওয়াসিম আকরাম, সেলিম মালিক, শোয়েব আখতার, শহীদ মালিকরা পাকিস্তান দলকে রীতিমতো ধুয়ে দিয়েছেন। এবার তাতে যোগ দিলেন শোয়েব মালিকও। পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য মালিক বর্তমান অধিনায়ক বাবর আজমের পদত্যাগ দাবি করেছেন। সেই সঙ্গে দলের জ্যেষ্ঠ সদস্যদের ব্যাটিং নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ৪২ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার টেন স্পোর্টসে বলেন, 'আমি অনেক দিন ধরে (বাবর আজমকে) বলছি, অনুগ্রহ করে অধিনায়কত্ব ছেড়ে দাও। তুমি একজন বড় মাপের খেলোয়াড়, তুমি নিজের সেরাটা তখনই দিতে পারবে, যখন তোমার ওপর অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকবে না। বাবর যদি নেতৃত্ব থেকে দূরে থাকে, সেটা ওর জন্যই ভালো হবে।'

পাকিস্তানের এই দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান অধিনায়ক বাবর আর উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ান। দুজন মিলে এখন পর্যন্ত খেলেছেন ২২৩টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ। এর মধ্যে কিছুদিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় বাদ দিলে বেশির ভাগ ম্যাচে বাবর-রিজওয়ানই ওপেনিংয়ে নেমেছেন। তবে ভারতের বিপক্ষে তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কোনো কাজে আসেনি। ১২০ রান তাড়া করতে নেমে যশপ্রীত বুমরার বলে ব্যক্তিগত ১৩ রানে আউট হন বাবর। রিজওয়ান ৩১ রান করলেও বল 'গিলে ফেলেছেন' ৪৪টি। রিজওয়ানও বুমরার শিকার হয়েছেন। তাঁর আউটের মুহূর্ত ছিল আরও দৃষ্টিকটু। হাতে ৭ উইকেট নিয়ে ৩৬ বলে ৪০ রান লাগত পাকিস্তানের। এমন সহজ সমীকরণের সামনেও অযথা বুমরার বলে চালিয়ে খেলতে গিয়ে বোল্ড হন। রিজওয়ানদের 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' ব্যাটিং নিয়ে বেজায় চটেছেন মালিক, 'জিততে হলে ১২০ রান তাড়া করতে হতো। এমন দিনেই তুমি স্ট্রাইক রেট বাড়ানোর চেষ্টা করতে গেলে কেন? জয়ের ভিত গড়ে দেওয়াই ছিল। একজন অধিনায়ক ও একজন ব্যাটসম্যান হিসেবে এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি তোমাদের মস্তিষ্ক কাজ না করে, তাহলে কবে করবে? বলতে বাধ্য হচ্ছি, এই দলকে সমর্থন করা বন্ধ করতে হবে।'

রিজওয়ানের শট নির্বাচন নিয়ে মালিকের কথা, 'সে (রিজওয়ান) কী ধরনের শট খেলল, আমি বুঝে উঠতে পারিনি। সে দীর্ঘদিন ধরে খেলছে, পিএসএলে (মুলতান সুলতানসকে) নেতৃত্বও দিচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ওর স্বচ্ছ ধারণা আছে। সে এই ম্যাচ নিজের করে নিতে পারত। অথচ ভারতের প্রধান বোলারকে (বুমরাকে) মারতে গিয়ে উইকেট দিয়ে এল। ওরা ওই সময় বুমরাকে বোলিংয়ে নিয়েই এসেছিল উইকেট এনে দেওয়ার জন্য।' টানা দুই হারে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে গেছে পাকিস্তান। বাবর-রিজওয়ান-আফ্রিদিদের সুপার এইটে খেলতে হলে গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিততে তো হবেই, তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য ম্যাচগুলোর দিকেও।

বিশ্বকাপে টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ কানাডার বিপক্ষে মাঠে নেমেছে পাকিস্তান। এখন পর্যন্ত ম্যাচটা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণেই আছে। নিউইয়র্কে কানাডার দেওয়া ১০৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৪ ওভার শেষে বিনা উইকেটে ১৯ রান করেছে পাকিস্তান।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের ভ্লগ করতে গিয়ে ইউটিউবারের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে ভ্লগ করতে গিয়ে এক ইউটিউবারের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের করাচিতে। ম্যাচের আগে করাচির একটি শপিং মলে ভ্লগ করার সময় নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে পাকিস্তানের এই ইউটিউবারের।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ওই ইউটিউবারের নাম সাদ আহমেদ।

রবিবার ভারত-পাক ম্যাচের আগে করাচির একটি শপিং মলে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে ম্যাচ সম্পর্কে সবার সঙ্গে কথা বলছিলেন। কে জিততে পারে, কোন ক্রিকেটার ভাল খেলবেন, এই সব প্রশ্ন করে জবাব রেকর্ড করছিলেন তিনি। তখনই এই ঘটনা ঘটে।

জানা যায় , ঐসময় নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গেও ম্যাচের ব্যাপারে কথা বলার চেষ্টা করেন সাদ। কিন্তু ওই নিরাপত্তারক্ষী কোনো জবাব দিতে চাননি। সাদ বার বার তাকে প্রশ্ন করেন। একটা সময় পরে হঠাৎ করে ওই নিরাপত্তারক্ষী সাদকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার।

সাদের এক বন্ধুর সূত্রে জানা যায় , শপিং মলে ভ্লগ করতে যাওয়ার আগে তাকে ফোন করেছিলেন সাদ। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ছিল সে।

একটি ইনস্টাগ্রাম ভিডিওতে সেই নিরাপত্তারক্ষীকে একটি বক্তব্যও দিতে দেখা যায়। ভিডিওতে নিরাপত্তারক্ষী বলেন, "ছেলেটা বার বার বিরক্ত করছিল। মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল।

তাই গুলি চালিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে কী হয়েছে। যা মনে হয়েছিল করেছি।"

২০২৪ বিশ্বকাপের দল পরিচিতি

দক্ষিণ আফ্রিকা: নতুন ইতিহাস লেখার অপেক্ষায়

আপনজন ডেস্ক: 'দ্য বাংলাদেশ টাইগার্স হ্যাভ নকড ইংল্যান্ড আউট অব দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ'– অবিশ্বাস্য, নাসের হুসেইনের কণ্ঠে শোনায় ভালো। যেমন ধরুন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে বছরের শুরুতে বলা তাঁর এই কথা, 'আসলে খুব বেশি ভাবিনি আমার বাজি দক্ষিণ আফ্রিকা। ফাইনাল হবে ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার।' স্বদেশপ্রেম সবারই আছে, নাসেরের ইংল্যান্ডপ্রীতির কারণও আমরা জানি, তা বাপু দক্ষিণ আফ্রিকা কেন! বিশ্বকাপ তো বিশ্বকাপ, আইসিসি টুর্নামেন্টের খতিয়ানে তাকালেও ওদের সাফল্য খুঁজতে দুই যুগের বেশি পিছিয়ে যেতে হয়। বাকিটাও সবাই জানে, মানে দীর্ঘশ্বাসও ফেলেন কেউ কেউ। ও আচ্ছা, এই ব্যাপার, ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা মানেই তো ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন! কিন্তু একটা ঝামেলা আছে। দক্ষিণ আফ্রিকা কখনোই কোনো বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেনি। ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ হয়েছে মোটে ৯টি। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সেমিফাইনাল থেকে বাড়ি গেছে পাঁচবার। ২০ ওভারের বিশ্বকাপে অবস্থা আরও খারাপ। আটবারে সেমিফাইনাল খেলেছে মাত্র দুবার। তাঁর সর্বশেষ স্মৃতিও এক দশক আগে; লোকে ভুলতে বসেছে কিংবা ভুলে থাকতে চায়। কারণ, দক্ষিণ আফ্রিকার এই যে 'সেমিফাইনাল ট্রায়াঙ্গল', এর মধ্যে আছে মর্মন্তুদ সব ব্যাপার। ক্লুজনারের সেই অবিশ্বাস্য দৌড়, বৃষ্টি আইনে হিসাবে ভুল করে পোলকের বিষাদমাখা মুখ কিংবা গোটা টুর্নামেন্ট দাপিয়ে খেলে ফাইনালের ঠিক আগের ধাপে এসে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া এই তো দক্ষিণ আফ্রিকা! নাসেরের এই সবকিছুই জানা। তিনি জেনেবুঝেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে সেমিফাইনাল থেকে তুলেছেন ফাইনালে।

টুর্নামেন্ট যেটাই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা সব সময় ভালো দল; কারণ কি শুধু এটাই? সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সও দেখতে হবে। সেটা ভালো নয়। কিন্তু বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকানদের দাপটও কম নয়। নাসেরের ওই ভবিষ্যদ্বাণীর আসল কারণও এটাই, নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট এসএ২০ থেকে দারুণ কিছু খেলোয়াড় পেয়েছে প্রোটিয়ারা। দলগত খেলার মানও বেড়েছে। তবু দলটার নাম দক্ষিণ আফ্রিকা আর টুর্নামেন্টটা বিশ্বকাপ—এ দুটি বিষয়ের সম্মিলনে যে শব্দটা অনেকের মুখ থেকে বেরোয়, সেটাও নাসেরের জানা চোকার্স!

দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডের কিছু খেলোয়াড়ের নাম বলা যাক। ভেবে বলুন তো, চোকার মনে হয় কি না? কুইন্টন ডি কক, হাইনরিখ ক্লাসেন, ডেভিড মিলার, কাগিসো রাবাদা, আনরিখ নর্কিয়া। এই দলে কী পরিমাণ বারুদ জমা, ভাবা যায়! সর্বশেষ এসএ২০ লিগে সর্বোচ্চ রান করা রায়ান রিকেলটনও আছেন ডি ককের সঙ্গে বিস্ফোরক জুটি গড়ার অপেক্ষায়। ডানহাতি পেসার ওটনিল বার্টম্যানকেও নজরে রাখতে পারেন। সর্বশেষ এসএ২০ লিগে সর্বোচ্চ উইকেট নিলেও তাঁর আসল কাজটা হবে ডেথ ওভারে। বাকিটা ভাগ্যের ওপর। মানে ওই একটাই। দক্ষিণ আফ্রিকা + বিশ্বকাপ = দীর্ঘশ্বাস। আইসিসি টুর্নামেন্টে একবারই এর অন্যথা হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে ঢাকায় যে টুর্নামেন্টের নাম ছিল মিনি বিশ্বকাপ। এরপর কত প্রজন্ম এল-গেল, কেউ কথা রাখেনি। দক্ষিণ আফ্রিকাও কোনো বৈশ্বিক শিরোপার দেখা পায়নি। ওদিকে সমর্থকদের প্রোটিয়া কোনো 'নাদের আলী'র জন্য আকুতি 'আমি আর কত বড় হব? আমার মাথা ঘরের ছাদ ফুঁড়ে আকাশ স্পর্শ করলে' দক্ষিণ আফ্রিকানদের হাতে বিশ্বকাপ দেখব!

স্কোয়াড

এইডেন মার্করাম
ব্যাটসম্যান
কুইন্টন ডি কক
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
ডেভিড মিলার
বাঁহাতি ব্যাটসম্যান
ওটনিল বার্টম্যান
পেসার
জেরাল্ড কোয়েটজি
পেসার
বিওর্ন ফরটুইন
বাঁহাতি স্পিনার
রিজা হেনড্রিকস
ব্যাটসম্যান
মার্কো ইয়ানসেন
পেস-বোলিং অলরাউন্ডার
হাইনরিখ ক্লাসেন
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
কেশব মহারাজ
বাঁহাতি স্পিনার
আনরিখ নর্কিয়া
পেসার
কাগিসো রাবাদা
পেসার
রায়ান রিকেলটন
উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান
তাব্রেইজ শামসি
বাঁহাতি লেগ স্পিনার
ট্রিস্টান স্টাবস
ব্যাটসম্যান

বিতর্কিত মন্তব্যের পর ক্ষমা চাইলেন কামরান আকমল

আপনজন ডেস্ক: ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে বর্ণবিদ্বেষের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক উইকেটকিপার কামরান আকমলের একটি বক্তব্য ঘিরে তৈরি হয়েছে এই বিতর্ক। এবার এই বিতর্কে একহাত নিয়েছেন হরভজন সিংহ। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে একটি লাইভ অনুষ্ঠান হচ্ছিল পাকিস্তানের এআরওআই নিউজ চ্যানেলে। ম্যাচের ১৯ তম ওভার চলাকালীন সময়ে কামরান আর্শদীপ সিংহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যে কোনও কিছু হতে পারে। ইতিমধ্যে ১২ টা বেজে গিয়েছে।' অপর একজন অতিথি বলে ওঠেন, 'রাত ১২ টায় কোনও শিখকে বল করতে দেওয়া উচিত নয়।' আর সেই মন্তব্য শুনে বাকি অতিথিরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। এরপর শেষ ওভারটি করতে আসেন আর্শদীপ সিং। রাত ১২টা সময় নিয়ে শিখদের কিছু বলা বর্ণবিদ্বেষী বলে মনে করা হয়। মুঘলদের সময় ঘটা একটি ঘটনা নিয়ে এই বর্ণবিদ্বেষ শুরু হয়। তবে কামরানের মন্তব্যের উত্তর দিয়েছেন হরভজন সিং। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন,,'তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, কামরান আকমল। আগে শিখদের ইতিহাস জানো। তারপর তোমার ওই নোংরা মুখটা খোলো। যখন তোমার মা-বোনেদের অপহরণ করেছিল অনুপ্রবেশকারীরা, তখন আমরা শিখরা তাদের রক্ষা করেছিলাম। আর সময় অবশ্যই ১২ টাই ছিল। লজ্জা হওয়া উচিত। ন্যূনতম কৃতজ্ঞতা বোধ থাকা উচিত।' তারপরই অবশ্য নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন আকমল।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**